বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা বোর্ড

রতন চন্দ্র পন্ডিত
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
কবি আসাদ চৌধুরী
অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুসনে জাহান
অসীম কুমার দে
মো. আমিরুজ্জামান
ড. মো: আতাউর রহমান

পাণ্ডুলিপি সহায়ক

খন্দকার মোঃ মাহাবুবুর রহমান
খোন্দকার মো: জাহিদুল করিম
ড. মো: আতাউর রহমান
মো: আমিরুজ্জামান
রাখী রায়
আফরোজ খান মিতা
মোছা. নাহিদ সুলতানা
মো: লিয়াকত আলী
লাভলী ইয়াসমিন
মোঃ মহিদুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ

এমএ হামিদ খান
খাদিজা আক্তার

প্রকাশকাল

অক্টোবর-২০২১

মুদ্রণ

আনিশা
১৭, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯৬৭১০২৮
Email: aneeshapress@gmail.com

প্রকাশক

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্র/এ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
Web: www.archaeology.gov.bd
Email: director_general@archaeology.gov.bd

সূচি

	পৃষ্ঠা
প্রশাসন শাখার কার্যক্রম	০৭
প্রকাশনা শাখার কার্যক্রম	১৬
প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার কার্যক্রম	১৯
রসায়ন শাখার কার্যক্রম	৩৫
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকার কার্যক্রম	৪০
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, রাজশাহীর কার্যক্রম	৪৬
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার কার্যক্রম	৫৯
আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রামের কার্যক্রম	৮৫
চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের কার্যক্রম	১০১

প্রসঙ্গ কথা

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। বাংরাদেশের বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন ও অনুসন্ধান এবং সংস্কার-সংরক্ষণ করে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও বহির্বিশ্বে তুলে ধরা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ। বিগত অর্থ বছরের যাবতীয় কার্যক্রম তুলে ধরার অন্যতম মাধ্যম হলো বার্ষিক প্রতিবেদনঅ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, খনন, পরিদর্শন, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রতিবেদন দ্বারা ইতিহাস অনুসন্ধানী গবেষকগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলে কিছুটা হলেও উপকৃত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের সাথে যুক্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রকাশনা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অন্যন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রতন চন্দ্র পন্ডিত
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

প্রশাসন শাখার কার্যক্রম

পরিচিতিঃ

দেশের গৌরবময় জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনসমূহের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ, অনুসন্ধান, খনন, সংগ্রহ, প্রত্নবস্তুর নিবন্ধীকরণ, সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদর্শন এবং তৎসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রকাশনামূলক কার্যাবলির জন্য ১৮৬১ সালে বৃটিশ ভারতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সৃষ্টির পর হতে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংরক্ষিত ৫১৮টি প্রাচীন নিদর্শন ও ২১টি জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে মাত্র ৪৮৮টি পদ রয়েছে। ২৭টি প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট ও জাদুঘর প্রবেশ মূল্য দিয়ে দেশী-বিদেশী দর্শনার্থী ও পর্যটকগণ পরিদর্শন করেন। যা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে এবং দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে পরিচিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্নসম্পদ খুঁজে বের করা এবং এগুলোর সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা, প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহে নিয়মিত খনন কাজ পরিচালনাসহ ভূখন্ডের ইতিহাস পুর্নগঠন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহের সংরক্ষণ; দেশের বিভিন্ন জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা এবং গবেষণা, জরিপ ও প্রকাশনা কাজ করাই প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ

ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাহেরহাট

২০২০-২১ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমূহঃ

* ৫টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৪টি প্রাথমিক খনন প্রতিবেদন প্রণয়ন;
* ৬টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং ৪টি জরিপ প্রতিবেদন প্রণয়ন;
* ৫৬৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Antiquities) সংগ্রহ ও চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে;
* ৫টি প্রদর্শনী ও সেমিনার ১০টি আয়োজন করা হয়েছে;
* স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ পূর্ববর্তী ডকুমেন্টেশন ৬টি, স্থাপত্যিক সংস্কার-সংরক্ষণ কার্যক্রম সম্পাদন ও পূর্ববর্তী ডকুমেন্টেশন ৪টি এবং স্থাবর/ অস্থাবর প্রত্নসম্পদের রাসায়নিক সংস্কার-সংরক্ষণ ৬টি করা হয়েছে;
* সংগৃহীত গবেষনামূলক গ্রন্থ ৫৭০ এবং প্রকাশিত গ্রন্থ/ ফোল্ডার/ প্রতিবেদন ১০টি। তন্মধ্যে প্রত্নবার্তা ৫ সংখ্যা-১ ও ২ রয়েছে;
* জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২০টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/ গ্রন্থাগারে মুজিব কর্ণার ও "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু" গ্যালারী স্থাপন করা হয়েছে;
* পর্যটক আকর্ষণীয় ০৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা সংরক্ষিত পুরাকীর্তি হিসেবে ঘোষণার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
* ৩৫টি প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার, সংরক্ষণ, মেরামত, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং রাসায়নিক পরিচর্যার কাজ রাজস্ব বাজেট এর আওতায় সম্পন্ন করা হয়েছে; এবং
* দর্শনার্থী দর্শনার্থী (প্রত্নস্থল) ২১.৯৫৭ লক্ষ, আগত দর্শনার্থী (জাদুঘর) ২০.৩৮৫ লক্ষ ও এবং এখাতে রাজস্ব আয় টাকা-৪,১৬,৫৩,৪৬৯ (মে'২১ পর্যন্ত)।

রোজ গার্ডেন, ঢাকা

শালবন বিহার, কুমিল্লা

* সামগ্রিক কার্যক্রম:

১. প্রশাসনিক:

১.১. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদায় "মুজিববর্ষ" ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস-২০২০ পালনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বছরব্যাপীগৃহীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংশিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সকল স্তরের কর্মচারিদের অংশ গ্রহণে কতকগুলি সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভায় 'মুজিববর্ষ' পালনের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংশিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকল কে সচেষ্ট হওয়ার দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

মুজিববর্ষ' পালনের কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলকে সচেষ্ট হওয়ার পরামর্শ প্রদান বিষয়ক সভার খন্ডচিত্র

১.২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত দিনাজপুর জেলার কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে টিকিট প্রথার চালু গত ১ জানুয়ারি'২০২১ তারিখে করা হয়। ঐদিন স্থানীয় জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রচার মাধ্যমের ব্যক্তিত্বরা গণশুনানীতে অংশগ্রহণ করেন।

কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের টিকিট চালুকরণ

গণশুনানীর খন্ডচিত্র

সচিব মহোদয় এর অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিদর্শনের খন্ডচিত্র

১.৩. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: বদরুল আরেফীন মহোদয় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে সচিব মহোদয় এর অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে পরিদর্শনের খন্ডচিত্র গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শনকালে তিনি অধিদপ্তরের কার্যাবলি, সীমাবদ্ধতা, প্রত্নসম্পদ, নীতিগত ও আইনগত সমস্যা, সুযোগ সুবিধা, অসুবিধা বিবিধ বিষয় সম্পর্কে আলোচনান্তে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেন। সেপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৪. অধিদপ্তরের উপপরিচালক পদে ১জনকে, সহকারী পরিচালক পদে ১জনকে, কাস্টোডিয়ান/ফিল্ড অফিসার পদে ৬জনকে এবং সহকারী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী পদে ১জনকে সর্বমোট ৯জনকে পদোন্নতি/পদায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৫. অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী/এস্টিমেটর পদে ৬জন এবং গবেষণা সহকারী/সহকারী কাস্টোডিয়ান পদে ৫জন মোট ১১ জনকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নবাগত ১১ জনকে অভ্যন্ড়রীণ প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৬. অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতে বাঘা জাদুঘরের জন্য ৪টি পদ সৃজনে সরকারি পর্যায়ে অনুমোদনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৭. বিভাগীয় মামলা ১টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১.৮. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় গৃহীত কর্মসূচি :

- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণের বিদ্যমান ২য় ঢেউ মোকাবেলায় বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সরকারের জারিকৃত নির্দেশনা কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে শর্ত সাপেক্ষে সার্বিক কার্যাবলি/চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন সর্বস্তরে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মতির প্রেক্ষিতে করোনা কালীন স্বাস্থ্যবিধি মেনে অধিদপ্তরের সকল জাদুঘর/ প্রত্নস্থল দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- সকল জাদুঘরসমূহে দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা ফলক সকল জাদুঘরসমূহে স্থাপন করা হয়েছে।
- মাস্ক ছাড়া কোন দর্শনার্থীকে জাদুঘর / প্রত্নস্থলে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবানুমুক্ত করার ব্যবস্থা করা সহ প্রবেশের সময় নন-কন্ট্রাক ইনফারেড থার্মোমিটার দিয়ে সকল দর্শনার্থীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে ভেতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে।
- করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অধিদপ্তরের সংরক্ষিত প্রত্নস্থলসমূহের পতিত জমিতে শাক-সবজি চাষ আবাদ করে তা স্থানীয় অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

নিয়মাবলী সম্বলিত ব্যানার

চিহ্নিত স্থানে দাঁড়িয়ে প্রবেশ

হ্যান্ড স্যানিটাইজার জীবানুমুক্ত করণ

নন-কন্ট্রাক ইনফারেড থার্মোমিটার দিয়ে দর্শনার্থীর শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করণ

সকল স্তরের কর্মচারিগণকে মাস্ক বিতরণের খন্ডচিত্র

শাক-সবজি চাষ আবাদ করে তা স্থানীয় অসহায় ও দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিতরণ

- প্রধান কার্যালয় হতে সকল স্তরের কর্মচারিগণকে মাস্ক বিতরণ করেন উপপরিচালক (প্রশাসন) খন্দকার মাহাবুবুর রহমান।
- 'কোভিড-১৯ চলাকালে পর্যটন খাত পরিচালনার জন্য অনুসরণীয় নির্দেশিকা' প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মীদের করণীয় এবং বিটিবি ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মধ্যে সহযোগিতা শীর্ষক অনলাইন কর্মশালায় 'কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মকাণ্ডসমূহ' উপস্থাপন করেন উপপরিচালক(প্রশাসন) খন্দকার মাহাবুবুর রহমান। কর্মশালায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ চার আঞ্চলিক দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে কর্মচারি ছাড়াও বিটিবি'র কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১.৯. মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা এবং অধঃস্তন দপ্তর ও শাখা প্রধানদের সাথে দাপ্তরিক জরুরি কাজ ও সরকারি নির্দেশনা যথাযথ পালনে Zoom Cloud/Google Meet এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল অনলাইন সভাসমূহে অধিদপ্তরের যথাযথ প্রতিনিধিগণ নিজ কর্মস্থল থেকে জুম অ্যাপস এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেছেন। উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কতকগুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধিন। উলেখ্য যে, করোনার প্রাদর্ভাবজনিত লকডাউনের মধ্যে দপ্তর বন্ধ থাকায় দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি কিছুটা বিঘ্নিত হয়েছে।

১.১০. দেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী যোগাযোগ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১.১১. প্রত্নসম্পদ আইন এবং প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ ঘোষণা সংক্রান্ত নীতিমালা সরকারি পর্যায়ে অনুমোদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১.১২. একাদশ জাতীয় সংসদের 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গৃহীত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংশিষ্ট সুপারিশের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কতকগুলি বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধিন। বৈঠকে অধিদপ্তর সংশিষ্ট আলোচনায় প্রমানক কাগজাত সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

১.১৩. অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের সরাসরি পূরণযোগ্য ও পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে জনবল নিয়োগ/পূরণ করে অধঃস্তন শাখা/দপ্তরসমূহে পদায়ন, টিকিটের বিনিময়ে চালুকৃত জাদুঘর/সাইটসমূহে পদ সৃজনে সরকারি পর্যায়ে অনুমোদনে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করণ, সংরক্ষিত প্রত্নস্থলের জমি অধিগ্রহণ, হস্তান্তর, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও প্রত্নস্থলের সাথে সংযোগকারী সড়কের যোগাযোগ উন্নয়নে সংযোগ/বিকল্প রাস্তা নির্মাণ, দেশের আটটি প্রশাসনিক অঞ্চলে প্রশাসনিক ইউনিট ও আইসিটি শাখা বিবেচনায় জনবল অর্ন্তভূক্ত করে যুগোপযোগি পুনর্গঠিত অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১.১৪. অধিদপ্তরের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার সকল কার্যক্রম, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও ইনোভেশন তথা সেবা প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন কার্যক্রম এবং সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১.১৫. তথ্য উপাত্তসহ প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে চাহিতস্থানে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১। মুজিব কর্ণার স্থাপন

"মুজিববর্ষের অঙ্গিকার, প্রত্নসম্পদ সুরক্ষার" এই শোগানের মাধ্যমে সারাদেশে ২০টি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর/গ্রন্থাগারে স্থাপিত মুজিব কর্ণারসমূহে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবন ও স্বদেশ নির্মাণের নির্দেশক চার্ট স্থাপন করা হয়েছে।

"বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার" দর্শনার্থীদের পরিদর্শন এবং মুজিব কর্ণারের জন্য নতুন আরো কিছু বই অনলাইনে ক্রয়কৃত এর খন্ডচিত্র

১২। শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজনঃ

'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' এই শিরোনামে তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেলো খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে। ভারতের সহকারী হাইকমিশন, খুলনা ও ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার (আইজিসিসি), ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, খুলনা ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সহযোগিতায় খুলনা "বঙ্গব: যুগের রাষ্ট্রনায়ক" শীর্ষক একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর উদ্বোধন করেন কেসিসির মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রচার মাধ্যম ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। 'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' এই শিরোনামে তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীতে ১২ জন চিত্র শিল্পীর আঁকা বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা পর্যায়ের ২৭ টি ছবি প্রদর্শীত হয় এই প্রদর্শনীতে।

'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' শিরোনামে শিল্প প্রদর্শনীতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও প্রদর্শনীরপেপার কাটিং

১৩। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দশলক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে মোট ১,৬১৫টি সুপারী গাছ ১১০টি তাল গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। যে সকল বৃক্ষের শিকড় মাটির অনেক গভীরে গিয়ে প্রত্নস্থলের ক্ষতি করে না, যে সকল বৃক্ষের ডালপালা পাঁচ/দশ মিটারের বেশি বিস্তার লাভ করে না, যে সকল বৃক্ষের পাতা বেশি ঝরে পড়ে না এবং অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্নস্থলের সীমানা প্রাচীর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কামিনী ফুল গাছের চারা রোপণ করছেন সংরক্ষিত মহিলা আসন-২৫ এর মাননীয় সাংসদ, বিদ্যুৎ,শক্তি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য জনাব নার্গিস রহমান

১৪. অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পালন:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যাদায় "মুজিববর্ষ" ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস-২০২০ পালনের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের উদ্যোগে নিম্নরূপ অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পালন করা হয়েছে:

১৪.১। আলোকসজ্জা:

"মুজিববর্ষ" ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও এর সকল অধঃস্তন কার্যালয়, জাদুঘর ও প্রদর্শনীকেন্দ্র-এ মাসব্যাপী আকর্ষণীয় আলোকসজ্জা করা হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাসব্যাপী আলোকসজ্জা এর খন্ড

১৪.৫। সভা আয়োজন:

(ক) ৮ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় জুম অনলাইনের মাধ্যমে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উদ্যোগে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় "অগ্নিস্নাত বঙ্গমাতার ভস্মাচ্ছাদিত সন্তান আমি!" শীর্ষক দুর্লভ তথ্য ও আলোকচিত্র সমৃদ্ধ অনলাইন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের

অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় "অগ্নিাত বঙ্গমাতার ভস্মাচ্ছাদিত সন্ড়ান আমি!" শীর্ষক দুর্লভ তথ্য ও আলোকচিত্র সমৃদ্ধ অনলাইন প্রবন্ধ উপস্থাপন।

উপপরিচালক (প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ) ড. মো: আমিরুজ্জামান। আলোচনায় আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার পেছনে নিভৃতচারী সহচর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর প্রভাবের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: হান্নান মিয়া বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছাকে জাতির জনকের যোগ্য সহধর্মিণী উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ২৪ বছরের রাজনৈতিক জীবনের ৪৬৮২ দিনই কারান্তরীণ ছিলেন। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেই অসীম ধৈর্য্য ও বিচক্ষণতার সাথে সংসার সামলানোর পাশাপাশি বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। অনলাইন আলোচনায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যুক্ত ছিলেন।

(খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫-৮-২০২০ তারিখ জুম অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে জাতির পিতার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র উপর পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পাঠচক্রে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব) সভাপতিত্ব করেন। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মচারিগণ উক্ত পাঠচক্রে অংশগ্রহন করেন।

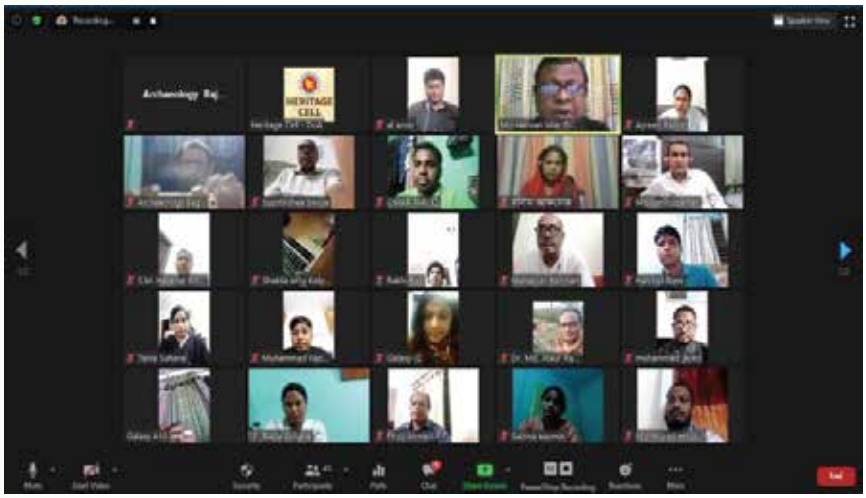

জুম অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে জাতির পিতার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র উপর পাঠচক্র এর খন্ডচিত্র

(গ) গত ২৮-৮-২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে জুম অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে জাতির পিতা কর্তৃক রচিত 'কারাগারের রোজনামচা'র উপর অনলাইন পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পাঠচক্রে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব) সভাপতিত্ব করেন। অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) খন্দকার মোঃ মাহাবুবুর রহমান পাওয়ার পয়েন্টে'কারাগারের রোজনামচায় বর্ণিত কারাগারের বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে আলোচনার সূত্রপাত করেন। পাঠচক্রে অধিদপ্তর এবং অধস্তন দপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তাগণ সংযুক্ত ছিলেন।

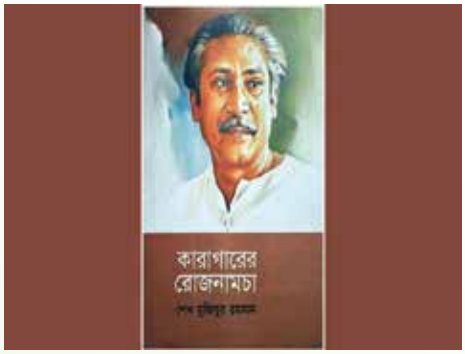

জুম অনলাইন মিটিং এর মাধ্যমে জাতির পিতার লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র উপর পাঠচক্র এর খন্ডচিত্র

১৪.৬। প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা:

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহ্য ভাবনা' শীর্ষক অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর জনাব নজরুল ইসলাম খান (সাবেক সচিব) এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর প্রতীক, বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত এবং ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পদক প্রাপ্ত, জনাব লে. কর্ণেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ। কর্মশালায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

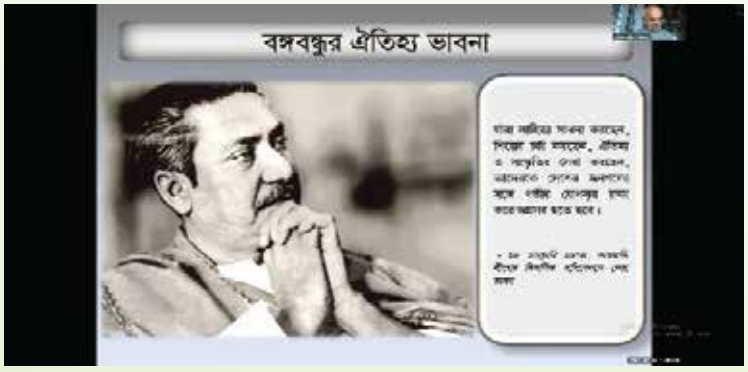

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহ্য ভাবনা' শীর্ষক অনলাইন কর্মশালার খন্ড আলোকচিত্র

১৪.৭। গত ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিব শতবর্ষের শুভলগ্নে সূযোর্দয়ের সাথে সাথে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘর দপ্তরসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান/পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা হয়।

ড্রপ ডাউন ব্যানার প্রদর্শন: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘর দপ্তরসমূহে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। "দাবায় রাখতে পারবা না"- এই শ্লোগান কে উপজীব্য করা হয়।

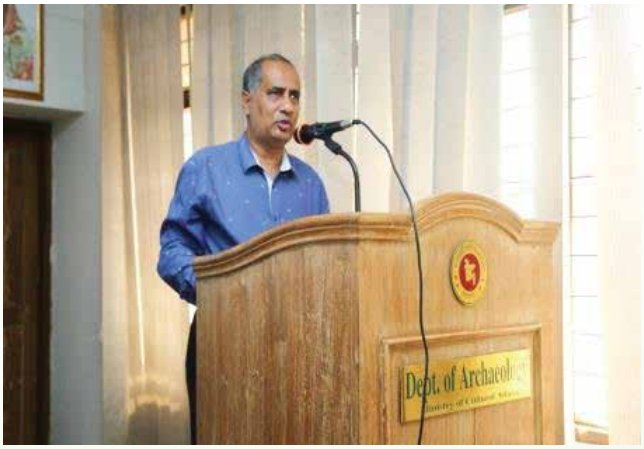

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের খন্ড আলোকচিত্র

(খ) আরও নিম্নরূপ অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ের উদ্যোগে পালন করা হয়েছে:

১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে মিরপুর টেকনিক্যাল কলেজের সম্মুখে অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিবৃন্দ একত্রিত হয়ে মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে গমন এবং শ্রদ্ধা করা হয়েছে।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০ এর খন্ডচিত্র

• ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ অধঃস্তন দপ্তরের ভবনসমূহ/গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক অবকাঠামোতে আলোকসজ্জাকরণ, সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কোভিড-১৯ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ভিন্ন স্তরের কর্মচারিবৃন্দ একত্রিত হয়ে অধিদপ্তরের ব্যানার, ফুলের তোরা নিয়ে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তাবক অর্পণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদগণের আত্মার শান্তি কামনায় ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত/প্রার্থনা ও আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মহান বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ নিয়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন।

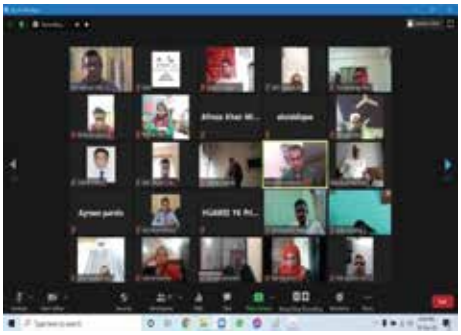

মহান বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ও দোয়া মাহফিল আলোচনা সভার খন্ডচিত্র

একুশে পদক-২০২১ অনুষ্ঠানে পদকের জন্য মনোনীত সুধীবৃন্দের উপস্থিতি নিশ্চিত করণের অধিদপ্তরের ০৬ জন কর্মকর্তা স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারি শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শন করা হয়েছে। সকল জাদুঘরসমূহের গ্যালারী সকাল-সন্ধ্যা খোলা রাখা হয় এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিনা টিকিটে জাদুঘর পরিদর্শন করে। মাঠপর্যায়ের দপ্তরসমূহ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। সকল দপ্তর/জাদুঘরসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার সরকারি নির্দেশনা নিশ্চিত করা হয়েছে।

একুশে পদক-২০২১ অনুষ্ঠানের খন্ড আলোকচিত্র

সকল ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

৭ ই মার্চ পালনঃ

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ এবারই মুজিববর্ষে প্রথম বারের মত জাতীয় দিবস হিসেবে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ২০২১ উদযাপন উদ্বোধন ঘোষণা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব শেখ হাসিনা এম.পি. মহোদয়ের ভার্চয়াল উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক এম.পি., শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এম.পি. এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন সহ প্রমুখ দেশি-বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধঃস্তন সংস্থা/অধিদপ্তরের এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণ অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্বোধন ঘোষণা অনুষ্ঠানের খন্ড আলোকচিত্র

• ৭ই মার্চ' ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ২০২১ উদযাপন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘর দপ্তরসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান/পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা হয়।

২৬ মার্চ পালনঃ

অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের খন্ড আলোকচিত্র

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘর দপ্তরসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারি কর্তৃক জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ স্ব-স্ব স্থানীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা হয়।

১৪. বৈশ্বিক, আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, সম্পর্ক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক অব্যাহত আছে। তাঁদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে এবং অব্যাহত আছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৬টি প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্যক্রম পরিচালনা ;
- ৬টি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা ;

- ৫৬৫টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (Antiquities) সংগ্রহ ও চিহ্নিতকরণ;
- জরিপ ও ০৬টি খনন কাজের ডকুমেন্টেশন, প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কার সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ, প্রত্নবস্তুর রাসায়নিক সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ এবং চলমান নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- প্রত্নবার্তা/প্রত্নচর্চা প্রকাশ এবং
- জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

- মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত সাতক্ষীরা প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর স্থাপনের জন্য নির্মাণ কাজ শুরুকরণ।
- অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রকাশনা শাখার কার্যক্রম

প্রকাশনা মুদ্রণ: ২০২১ সালের ডেস্ক ক্যালেন্ডার, ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রত্নচর্চা-৯, প্রত্নবার্তা বর্ষ-৫ সংখ্যা-১, প্রত্নবার্তা বর্ষ-৫ সংখ্যা-২, প্রত্নবার্তা বর্ষ-৫ সংখ্যা-৩ ও প্রত্নবার্তা ৫ সংখ্যা-৪ শীর্ষক পুস্তক মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

টিকিট বই, গাড়ি পার্কিং, রসিদ ও প্রকাশনাসামগ্রী সরবরাহ: বিক্রির উদ্দেশ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন জাদুঘর ও সাইট অফিসের চাহিদা মোতাবেক প্রবেশ টিকিট, গাড়ি পাকিং রসিদ ও প্রকাশনাসামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ:

(ক) অধ:স্তন দপ্তরে বিবিধ বিষয়ে ভার্চুয়াল অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইউনেস্কো টেনটেটিভ লিস্ট আপডেট সংক্রান্ত বিষয়ে হেরিটেজ সেলের আয়োজন জুম অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে ২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া টেনটেটিভ লিস্টের সেমিনার সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ২৩-০৯-২০২০ তারিখে অধিদপ্তরে সভা কক্ষে ই-ফাইলিং ও ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

(খ) নব্য নিয়োগপ্রাপ্ত ০৬ জন উপসহকারী প্রকৌশলী/এস্টিমেটর এবং ০৫ জন গবেষণা সহকারী/সহকারী কাস্টোডিয়ানসহ মোট ১১ জনকে অভ্যন্তরীণ অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ ও অস্থাবর প্রত্নসম্পদ নথিভূক্তকরণ, পরিচর্যা ও নিরাপত্তা শীর্ষক অনলাইন ওয়ার্কশপ আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

আয়োজিত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের একাংশ

(গ) অনলাইনে জুম মিটিং-এর মাধ্যমে ১৪-০৬-২০২১ তারিখ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং ১৫-০৬-২০২১তারিখ ইনোভেশন ও সেবা সহজীকরণ বিষয়ক প্রশক্ষণের আয়োজন করা হয় ।

সেমিনার আয়োজনঃ ১০-১৩ জুন,২০২১ নিচে বর্ণিত সেমিনার অনলাইনে জুম মিটিং-এর মাধ্যমে আয়োজন করা হয়। বর্ণিত সেমিনারে অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন ।

ক্র: নং	তারিখ ও সময়	সেমিনারের বিষয়
০১	তারিখ; ১০-০৬-২০২১ বেলা ৩.০০-৬.০০	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীন জাদুঘর ব্যবস্থাপনা কৌশল সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনার
০২	তারিখ; ১১-০৬-২০২১ সকাল ১০.০০-১.০০	যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ঝুড়িঝাড়া ঢিবি ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থ বছরের খনন প্রতিবেদন পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনার
০৩	তারিখ; ১১-০৬-২০২১ বেলা ৩.০০-৬.০০	বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ তিনটি বৌদ্ধ দেবী মূর্তি : মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট এবং গুরুত্ব বিষয়ক সেমিনার
০৪	তারিখ; ১২-০৬-২০২১ সকাল ১০.০০-১.০০	নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার আগ্রাদ্বিগুন ঢিবি ২০২০-২১ অর্থ বছর এবং দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেরার ধাপের বাজার খনন প্রতিবেদন পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনার
০৫	তারিখ; ১২-০৬-২০২১ বেলা ৩.০০-৬.০০	কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার শাহ গরীবুল্লাহ মাজার ঢিবি ২০২০-২১ অর্থ বছরের খনন প্রতিবেদন পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনার
০৬	তারিখ; ১৩-০৬-২০২১ সকাল ১০.০০-১.০০	প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত উপাদানের আলোকে চন্দ্রবর্মণকোট অঞ্চলের প্রাচীন মানব বসতি পর্যালোচনা এবং পর্যটন সম্ভাবনা বিষয়ক সেমিনার

গবেষণা ও প্রকাশনাঃ

বাংলাদেশের ইউনেস্কো টেনটেটিভ লিস্ট আপডেট সংক্রান্ত বিষয়ে হেরিটেজ সেলের আয়োজন অলাইন সেমিনার (ডবনরহবৎ) অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ খনন সম্পর্কিত ভলিয়ম-৪ এর খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ চলছে। প্রত্নবার্তা-৪ ও প্রত্নচর্চা-৮ প্রকাশনার কাজ শুরু হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রকাশনা শাখার অধীন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও প্রকাশিতব্য নতুন বইয়ের তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।

পরিদর্শনঃ

প্রতিবেদিত সময়ে চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের উপপরিচালক কাম-কীপার (সংযুক্ত প্রকাশনা শাখা) জনাব লাভলী ইয়াসমিন হবিগঞ্জের উচাইল মসজিদ চাপাইনবাবগঞ্জের ছোটসোনা সোনা মসজিদ, কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্রকুঠি বাড়ি ও ঢাকার মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদের অডিও ভিডিও চিত্রায়নের কাজে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে উক্ত প্রত্নস্থল সমূহে ভ্রমণ করেন। উক্ত সময়ে উপপরিচালক (প্রশাসন) উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অডিও ভিডিও চিত্রায়নের কাজে নিয়োজিত দলের সদস্যবৃন্দ

এছাড়াও তিনি ৩১ অক্টোবর/২০২০ সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব ফরিদ হোসেন, চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো: আতাউর রহমান ও ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান হাসিবুল হাসাব সুমি এর সমন্বয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর খাঁ জামে মসজিদ ও কুমিল্লার বরুড়া উপজেলার সিঙ্গাচোঁ ভূইয়া বাড়ি জামে মসজিদ পরিদর্শন এবং স্থানীয় জনগণের মতামত সংগ্রহ করে উক্ত মসজিদদ্বয়ের সংরক্ষণের মতামত প্রদান করেন।

সিঙ্গাচো ভূঁইয়া বাড়ি জামে মসজিদ পরিদর্শন

শিবপুর খাঁ জামে মসজিদ পরিদর্শন

পরিচয় পত্র বিতরণ : অধিদপ্তরের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের জন্য পরিচয় পত্র তৈরি কওে বিতরণ করা হয়েছে।

পরিচয় পত্র বিতরণ

অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পালনঃ

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলা-২০২১ এ অংশগ্রহণ করা হয়েছে। ১৮ মার্চ - ১৪ এপ্রিল/২০২১ পর্যন্ত সময়ে মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের দুই দিন পূর্বেই ১২ এপ্রিল/২০২১ তারিখ বইমেলা সমাপ্ত হয় । মুজিববর্ষ উপলক্ষে অধিদপ্তরের স্টলটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পৈতৃক বাড়ির আদলে নির্মাণ করা হয়। মেলায় সর্বমোট ১৫০৬৪.৮৬ (পনের হাজার চৌষট্টি টাকা ছিয়াশি পয়সা) টাকার প্রকাশনাসামগ্রী বিক্রয় করা হয়েছে । উল্লেখ্য মহামারি করোনা ভাইরাসের কারণে মেলায় দর্শক উপস্থিতি কম হয় বিধায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় প্রকাশনা বিক্রয় অনেক কম হয়েছে ।

মেলা উদ্বোধন শেষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

অধিদপ্তরের স্টলে দর্শকদের একাংশ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্টলে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ

মিডিয়াকর্মীগণ অধিদপ্তরের স্টলের আলোকচিত্র নিচ্ছেন

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার কার্যক্রম:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন শাখা সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এই শাখা বিভিন্ন দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। যা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল।

প্রধান কার্যালয়ের স্টোরে সংরক্ষিত প্রত্ননিদর্শন নথিভুক্তকরণ:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার আওতাধীন স্টোরে রক্ষিত ১৩টি তাম্রলিপির ফলক নথিভুক্তকরণের কাজ এই বছরে সম্পাদন করা হয়েছে।

চিত্র-১, ২: তাম্রলিপির ফলক কার্যক্রম

প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত মোট ৪৯টি আলামত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখায় প্রদান করে। রাসায়নিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষা/নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ কমিটি ১৬টি আলামত প্রত্নবস্তু এবং ৩৩টি আলামত প্রত্নবস্তু নয় বলে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এগুলোর মধ্যে প্রত্নবস্তু হিসেবে শনাক্তকৃত আলামতসমূহ মামলা নিষ্পত্তি শেষে পুরাকীর্তি আইন অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়।

চিত্র-৩, ৪: অনুষ্ঠিত প্রত্নবস্তু শনাক্তকরণ কমিটির সভা

প্রত্নবস্তু গ্রহণ:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে উদ্ধারকৃত প্রত্ননিদর্শনাদি পুরাকীর্তি আইন অনুযায়ী সংরক্ষণ, সংস্কার ও প্রদর্শনীর গ্রহণ করে থাকে। আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত নিদর্শন বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উন্মোচিত নিদর্শন সংশ্লিষ্ট গবেষকের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

চিত্র-৫, ৬: আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে প্রত্নসম্পদ গ্রহণ

প্রদর্শনী আয়োজন:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১৩টি তাম্রলিপি ফলক প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। ১৭ জুন ২০২১ খ্রি: তারিখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো: আতাউর রহমান প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন। এ সময় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-৭: তাম্রলিপি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো: আতাউর রহমান, উপপরিচালক খন্দকার মাহাবুবুর রহমান (প্রশাসন), সিনিয়র সহকারী সচিব মো: ফরিদ হোসেন (প্রশাসন), উপপরিচালক মো: আমিরুজ্জামান (প্রত্ন:)

চিত্র-৮: তাম্রলিপি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তররের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ।

চিত্র-৯: তাম্রলিপি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মো: আতাউর রহমান

চিত্র-১০: তাম্রলিপি প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার উপপরিচালক মো: আমিরুজ্জামান।

চিত্র-১১: প্রদর্শনী কেন্দ্রে তাম্রলিপি প্রদর্শনী পরিদর্শন শেষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মো: আতাউর রহমান পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তাগণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ।

চিত্র-১২: প্রদর্শনী কেন্দে তাম্রলিপি প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ।

আঞ্চলিক দপ্তরসমূহকে প্রদত্ত সহায়তা:

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের সাথে বিভিন্ন সমন্বিত কার্যক্রম সম্পাদনের পাশাপাশি বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে। আঞ্চলিক দপ্তরের খনন ও জরিপের প্রাক্কলন অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে চার আঞ্চলিক কার্যালয়ের খনন ও জরিপের অনুমোদিত প্রাক্কলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো।

আঞ্চলিক দপ্তর	অনুমোদিত খনন	অনুমোদিত জরিপ
রাজশাহী আঞ্চলিক দপ্তর	১. আগ্রাদ্বিগুন মাউন্ট, ধামইরহাট, নওগাঁ। ২. জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর উপজেলায় ২টি উৎখনন।	১. রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ২. রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলা।
খুলনা আঞ্চলিক দপ্তর	১. খান জাহান আলীর (রহ:) বসত ভিটা বাগেরহাট। ২. ডালিঝাড়া ঢিবি, কেশবপুর, যশোর। ৩. কপিলমণি, পাইকগাছা, খুলনা।	১. যশোর জেলার কেশবপুর ২. খুলনা জেলার পাইকগাছা
চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তর	১. ভাটেরা টিলা মাউন্ট, জৈতা, মৌলভীবাজার ২. জুড়ি কুলাউরা, মৌলভীবাজার	কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া, টেকনাফ, উখিয়া ও পেকুয়া ৪টি উপজেলা।
ঢাকা আঞ্চলিক দপ্তর	কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলাস্থ শাহ গরীবুল্লাহর সংলগ্ন ঢিবি।	কিশোরগঞ্জ জেলার কুটিয়াদি ও পাকুন্দিয়া উপজেলা

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ও অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক জাতির পিতার আদি পৈতৃক বাড়ির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন এবং সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন:

১৮ জুলাই ২০২০ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব বদরুল আরেফিন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়া, প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার উপপরিচালক মো: আমিরুজ্জামান এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মকর্তা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টুঙ্গিপাড়াস্থ

আদি পৈতৃক বাড়ির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁরা জাতির পিতার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং ১৫ আগস্টের শহীদদের আত্মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

চিত্র-১৩, ১৪: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: বদরুল আরেফীন ও মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়া সহ কর্মকর্তাগণ জাতির পিতার আবাসস্থল ও সমাধি পরিদর্শন

কর্মসম্পাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

১৫ অক্টোবর, ২০২০ থেকে ২৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখায় অন জব ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয় এবং শাখার বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিদের গণকর্মচারী আচরণ ও বিধিমালা, ছুটির বিধিমালা, শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি, প্রত্ননিদর্শন (অস্থাবর ডকুমেন্টশন), অফিস ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মচারি (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা ২০১৯, বিষয়গুলোর উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার উপপরিচালক মো: আমিরুজ্জামান, ফিল্ড অফিসার (হেরিটেজ সেল) মো: খায়রুল বাসার স্বপন, ফিল্ড অফিসার মো: শাহীন আলম এবং কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-১৮, ১৯: কর্মসম্পাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণে উপস্থিত প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ

অস্থাবর প্রত্নসম্পদ নথিভূক্তকরণ, পরিচর্যা ও নিরাপত্তা শীর্ষক অনলাইন ওয়ার্কশপ:

২৩ ও ৩০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অনলাইনে অস্থাবর প্রত্নসম্পদ নথিভূক্তকরণ পরিচর্যা ও নিরাপত্তা শীর্ষক' ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপ মূল উপস্থাপক ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো: হান্নান মিয়া। মূখ্য আলোচক ছিলেন অধ্যাপক ড. বুলবুল আহমদে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। আলোচক ছিলেন উপপরিচালক (প্রত্নঃ) মো: আমিরুজ্জামান, এবং খুলনা আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা।

চিত্র-২০: অবস্থাবর প্রত্নসম্পদ নথিভুক্তকরণ, শ্রেণিকরণ, পরিচর্যা ও নিরাপত্তা শীর্ষক অনলাইন ওয়ার্কশপ

পানাম নগরের ১৩নং ভবনের সংস্কার-সংরক্ষণ (পাইলটিং) কাজের উদ্বোধন:

২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর আয়োজিত পানাম নগরের ১৩ নং ভবনের গবেষণামূলক পাইলটিং কাজ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। পাইলটিং কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো: হান্নান মিয়া ও উপপরিচালক (প্রত্নঃ) মো: আমিরুজ্জামান, বিশিষ্ট স্থপতি ও এশিয়া-প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির ডিন অধ্যাপক আবু সাইদ, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ঢাকা বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক রাখী রায় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাংবাদিকবৃন্দ।

চিত্র-২১, ২২: পানাম নগরের পাইলটিং কাজ উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রত্নবস্তুর ডকুমেন্টশন রিপোর্ট হস্তান্তর:

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা কর্তৃক প্রত্নবস্তুর ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করে মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন শাখার উপপরিচালক মো: আমিরুজ্জামান, সহকারী পরিচালক আবির বিন কায়সার ও সহকারী পরিচালক মো: ছাদেকুজ্জামান। এ সময় অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) খন্দকার মাহাবুবর রহমান ও সিনিয়র সহকারী সচিব মো: ফরিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২৩, ২৪: অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: হান্নান মিয়ার নিকট প্রত্নবস্তুর ডকুমেন্টশন রিপোর্ট হস্তান্তর

Heritage Cell

Heritage cell is a specialized wing under the Antiquities and protection section of the Department of Archaeology Head Office assigned to maintain communication with different internation organizations and execute joint projects with different organizations. Here are some of the important activities done in the fiscal year 2020-2021 under different projects.

1. Updating the Tentative list of Bangladesh:

During the reporting period several activities had done under this project, a joint initiative by UNESCO Dhaka office and Department of Archaeology.

Webinars and presentation on the thematic study:

In light of the COVID-19 pandemic situation, the DoA arranged a series of webinars and online presentations to gather data on the proposals. Different national and international panel members were present on the webinar and presentations and commented on each proposal. There were a total of two webinars and nine online presentations held for the proposals during the reporting period.

The summary of the presentations can be found in the next table. Based on the data received from the presentations, the DoA and experts evaluated each of the proposals. For this, a quantitative approach was taken to rank the proposals according to their merits. Each proposal was scored on several criteria as per available data and documentation. The score for a single criterion was from 1 to 5 where 1 reflects very poor and 5 means excellent on that criterion. After each of the criteria for a proposal was scored, an average score was calculated.

Webiner on Lalmai-Mainamati proposal

Summary of the Webinars and presentation

Sl. No	Theme	Presenter	Panel Member	Welcome & Closing	Date
01.	**Cultural Landscape of Mahasthan and Karatoya River**	1. Mst. Naheed Sultana 2. Md. Abu Said Inam Tanvirul	1. Prof Dr Sufi Mostafizur Rahaman 2. Prof Dr Jaya Menon 3. Prof Dr Masood Imran 4. Prof Dr Monica L. Smith 5. Dr Md. Shafiqul Alam 6. Prof Dr Veronica Strang 7. Shabiha Pervin 8. Md Ataur Rahman	1. Md. Hannan Mia 2. Md. Fahimul Islam	12.07.2020
02.	**Landscape and monuments of interconnectivity at Lalmai-Mainamati Area**	1. Dr Md. Ataur Rahman 2. Abir Bin Keysar 3. Md. Shahin Alam	1. Prof Dr Seema Hoque 2. Prof Dr Suchandra Ghosh 3. Md. Mosharraf Hossain 4. Dr Chotima Chaturawong 5. Dr Md Mizanur Rashid 6. Dr Parul Pandya Dhar 7. Md. Fahimul Islam 8. Md Ataur Rahman	1. Md. Hannan Mia 2. Shabiha Pervin	11.07.2020
03.	**Mughal Water Forts of Bangladesh**	1. Dhrubo Alam 2. Khandokar Mahfuz Alam	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Kamrun Nesa Khondokar	Md Amiruzzaman	23.07.2020
04.	**Buddhist monuments in the area around Jagadala Mahavihara**	1. Lovely Yeasmin	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Md Amiruzzaman	Md. Hannan Mia	23.07.2020
05.	**Monumental remains around Halud Vihara**	1. Lovely Yeasmin 2. Mohidul Islam	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Mst. Naheed Sultana	Md. Hannan Mia	23.07.2020
06.	**Mosque City of Gour**	1. Mst. Naheed Sultana 2. Md. Abu Said Inam Tanvirul	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Afroza Khan Mita	Md. Khairul Bashar Swapan	29.08.2020

Sl. No	Theme	Presenter	Panel Member	Welcome & Closing	Date
07.	**Barobazar Group of Monuments (The Ancient City of Muhammadabad)**	1. Afroza Khan Mita 2. A K M Syfur Rahman 3. Urmila Hasnat	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Dr Md. Atauar Rahman	Md. Khairul Bashar Swapan	29.08.2020
08.	**Cultural Landscape and Monuments of Medieval Capital Sonargaon to Panam city**	1. Dr A.T.M. Masood Reza 2. Muhammad Nurul Kabir Bhuiyan	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Maliha Nargis Ahmed 4. Md Amiruzzaman	Md. Khairul Bashar Swapan	18.09.2020
09.	**Late Mughal and Colonial Brick Temples of Bangladesh**	Md. Shahin Alam	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Dr Swadhin Sen 3. Rakhi Roy 4. Md Amiruzzaman	Khandokar Mahfuz Alam	18.09.2020
10.	**National Assembly Complex, Bangladesh**	1. Ar. Mohammad Sazzad Hossain 2. Ar. Md. Wahiduzzaman Ratul	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Khandokar Mahfuz Alam	Md Amiruzzaman	12.09.2020
11.	**The Architectural Work of Muzharul Islam, an Outstanding Contribution to the Modern Movement in South Asia**	1. Ar. Muhtadin Iqbal 2. Ar. Sujaul Islam Khan	1. Dr Sharif Shams Imon 2. Khandokar Mahfuz Alam	Md Amiruzzaman	12.09.2020

Field visits:

After the seminars and preliminary evaluation, it was necessary to conduct some field visits to gather more on-site data of the properties listed in the draft Tentative List. The DoA arranged several field visits for DoA head office officials, focal points, and researchers. A total of 15 field visits were done by focal points & researchers and 4 field visits were done by DoA head office officials. To better understand the heritage property and identify the property zone and buffer zone aerial photography was done using a Mavic Air 2 quadcopter (drone). Here are some of the aerial photos. Here are some of the field visit and aerial photos taken during the field visits.

Inaguration of field visit using drone for aerial photography

Field visit at Lalmai-Mainamati Region

Drone deployment on field

Aerial view (altitude 162.6 m) of Bharat Bhayna, Jashore

Aerial photo (altitude 94.2 m) of Northern part of the Mahasthangarh rampart wall along

Aerial view of jaggaddala (altitude 108.4m) Vihara, Naogaon

Aerial view (altitude 207.6 m) of Agradigun mound, Naogaon

Aerial view (altitude 46 m) of Halud Vihara, Naogaon

Aerial view (altitude 97.3 m) of Dalijhara Buddhist Bihara, Keshabpur

Aerial view of Latikot Mura, Cumilla

Aerial view (altitude 329.4 m) of Lalbagh Fort

Stakeholders Meetings:

Community is an important part of the conservation, management and sustainability of heritage properties. Community also plays an important role in raising awareness and knowledge about the world heritage convention and inscription process as a World Heritage site. In this regard, as well as for the proper management of the prospective future World Heritage sites through community participation, the DoA conducted several stakeholder meetings. The stakeholder meetings helped to not only create a knowledge base but also to gather more data for the DoA from the community about the site, its history, authenticity, etc.

A total of seven stakeholder meetings were conducted throughout the country. Local administration, public representative, important and honourable persons, college and university faculties, freedom fighters, government officials, etc. were present at the stakeholder meetings. The government of Bangladesh and all the important agencies were aware of the Tentative List upadating process. Local level consultation like metting with local government, important persons & public representatives along with consultation with ministrial level was done throughout the process. Public participation is an important part with the implementation of World Heritage Convention. For the properties which are not protected by the DoA conscent letter is collected from the concerned departments.

Stakeholder Meetings Conducted

Sl. No.	Title & Location	Date
1.	Stakeholder meeting with Ministry of Cultural Affairs Venue: DoA Head Office, Dhaka	23 September 2020
2.	Stakeholder meeting on Halud Vihara & Jagaddala Vihara Venue: Paharpur Museum Meeting Room	24 October 2020
3.	Stakeholder meeting on Updating the Tentative List of Bangladesh Venue: Meeting Room, DC Office, Jashore	26 November 2020
4.	Stakeholder meeting with Bangla Academy and University of Dhaka Venue: Meeting Room, Bangla Academy	9 December 2020
5.	Stakeholder meeting with monitoring committee from MoCA Venue: Meeting Room, DoA	14 December 2020
6.	Stakeholder meeting with DoA Officials Venue: Seminar Room, DoA	14 December 2020
7.	Stakeholder meeting with Journalists Venue: Seminar Room, DoA	17 February 2021

Stakeholders meeting on Halud Vihara and Jagaddala Vihara at Paharpur, Naogaon

Meeting with Baladesh Army, Cumilla

Stakeholders meeting at Cumilla

Stakeholders meeting at Cumilla

Stakeholders meeting at Jashore

Stakeholders meeting with DoA officials

Stakeholders meeting at Bangla Academy

Meeting with Monitoring Committee MoCA

Monitoring Committee meeting with Consultants and DoA

Meeting with head of UNESCO Dhaka office

Final Sharing Seminar:

The elaborated draft Tentative List was then sent to the experts and UNESCO for review. The draft Tentative List was also shared with all on 17 February 2021 through a sharing seminar. State minister of the Ministry of Cultural Affairs Mr KM Khakid, MP was the chief guest at the seminar, along with the secretary of the Ministry of Cultural Affairs Mr Md Badrul Arefin and UNESCO representative to Bangladesh Ms Beatrice Kaldun as special guests. The seminar was chaired by the Director General (Additional Charge) of the DoA Md. Ataur Rahman, Joint Secretary, Ministry of Cultural Affairs. The updated Tentative List was presented by Md. Amiruzzaman, Deputy Director (Antiquity) and assistant coordinator of the project. International Expert for the project Dr Sharif Shams Imon presented the inscription process of the World Heritage site. Renowned architect Dr Abu Sayeed M. Ahmed was present at the seminar as a discussant. A great number of people were also present through video conferencing due to the COVID-19 pandemic situation. Several national daily newspapers covered the news of the seminar.

State Minister of the ministry of Cultural Affairs delivering speech

Audiences present physically on the seminar

Head of UNESCO Dhaka office delivering speech through video conferencing.

Draft Tentative List sharing by Associate Coordinator of the Project

Updated Tentative List of Bangladesh:

The DoA started the journey by receiving 61 proposals, finally selecting 8 proposals to be enlisted in the updated Tentative List of Bangladesh. After considering all comments and field data, and through extensive discussions with the project experts, the DoA prepared the final Tentative List. The list is prepared from the initial themeatic titles

and throughout the process the property titles are modified several times according to field data, discussion with UNESCO expert, DoA officials and present condition of the sites. The list is as follows:

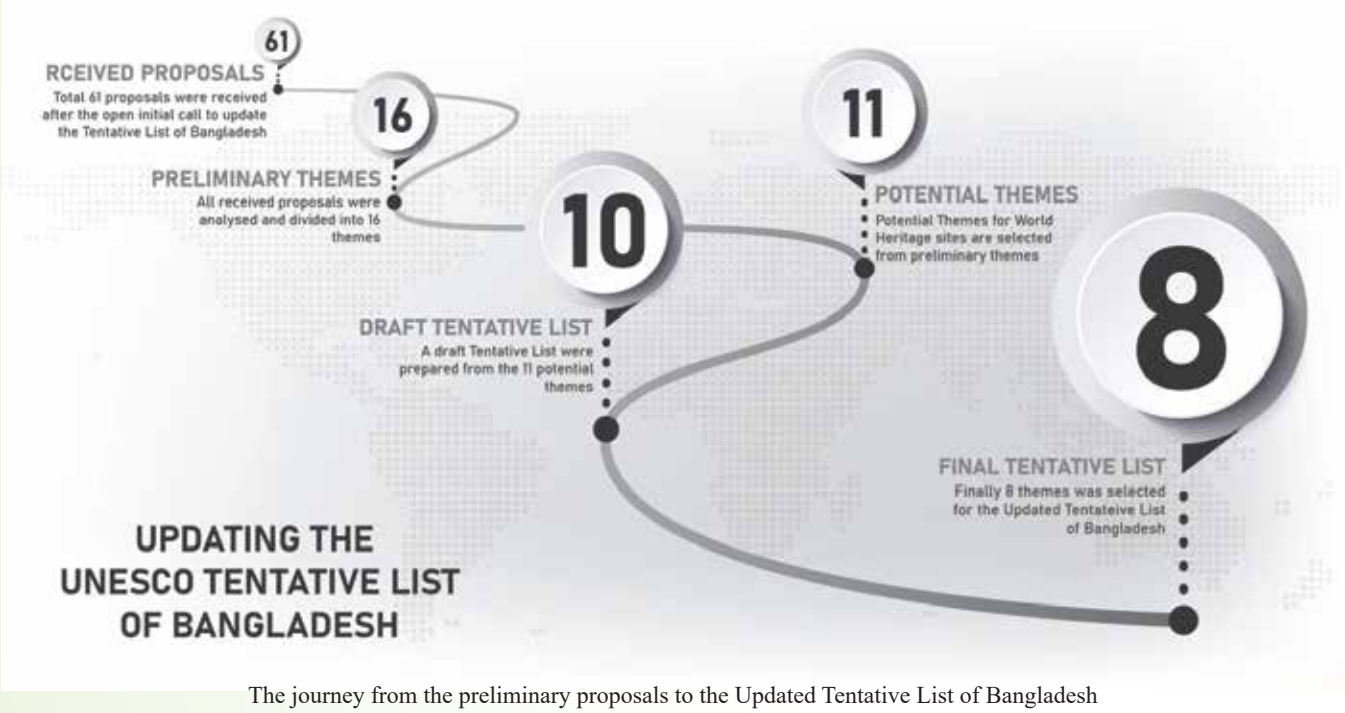

The journey from the preliminary proposals to the Updated Tentative List of Bangladesh

Updated Tentative List of Bangladesh

Sl. NO	Name of the Properties
1.	Archaeological Sites on the Deltaic Landscape of Bangladesh
2.	Mughal Mosques in Bangladesh
3.	Cultural Landscape of Mahasthan and Karatoya River
4.	Archaeological sites of Lalmai-Mainamati
5.	National Assembly Complex of Bangladesh
6.	The Architectural Work of Muzharul Islam: an Outstanding Contribution to the Modern Movement in South Asia
7.	Mughal forts on fluvial terrains in Dhaka
8.	Mughal and Colonial Temples of Bangladesh

2. Restoring Retrofitting and 3D Architectural Documentation of Historical Mughal Hammam of Lalbag Fort, Lalbag, Dhaka Project:

US Embasy of Dhaka approved an amount of USD 1,85,934 as a grant under Ambasadords Fund for Cultural Preservation (AFCP) on 30th September 2020. The activities under this grant had commenced on 01st October 2020. The duration of the Project is 24 (twenty four) months.

This project is implementing for the celebration of golden jubilee of the Independence of Bangladesh, the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and upcoming golden jubilee of U.S-Bangladesh friendship.

Project Objectives:

- Restoration of its original authenticity of materials and architectural features using advanced Retrofitting system and 3D Architectural Documentation.
- To Restore, Retrofit and 3D Architectural Documentation of historic Mughal Hammam at Lalbag Fort, Dhaka.

Engagement of Consultants:

For the implementation of the project 2 (two) national and 1 (one) international consultant were engaged through open invitation of EOI.

This image cannot currently be displayed.

Inauguration of the project:

The physical Activitites of the project is inaugurated in on 24th March 2021 by the State Minister for Cultural Affairs K M Khalid MP and United States Ambassador to Bangladesh Earl Miller. The inauguration was done by flying drone which depicts the start of the 3D architectural documentation work. The ceremony was chaired by the Secretary of Ministry of Cultural Affairs Md Badrul Arefin. Ministry and embassy officials, experts for this project and representitives from print and electronic media were present at the ceremony.

State Minister K M Khalid MP delivering speech at the ceremony

Guests at the Ceremony

Guests visitng inside of the Hammam

Inauguration of the 3D Architectural Documentation

3D Architectural Documentation:

As of 30th June 2021 the 3D Architectural Documentation work is near complete and Department of Archaeology is planning to arrange a workshop for sharing the documentation to all. Here are some of the draft architectural drawings.

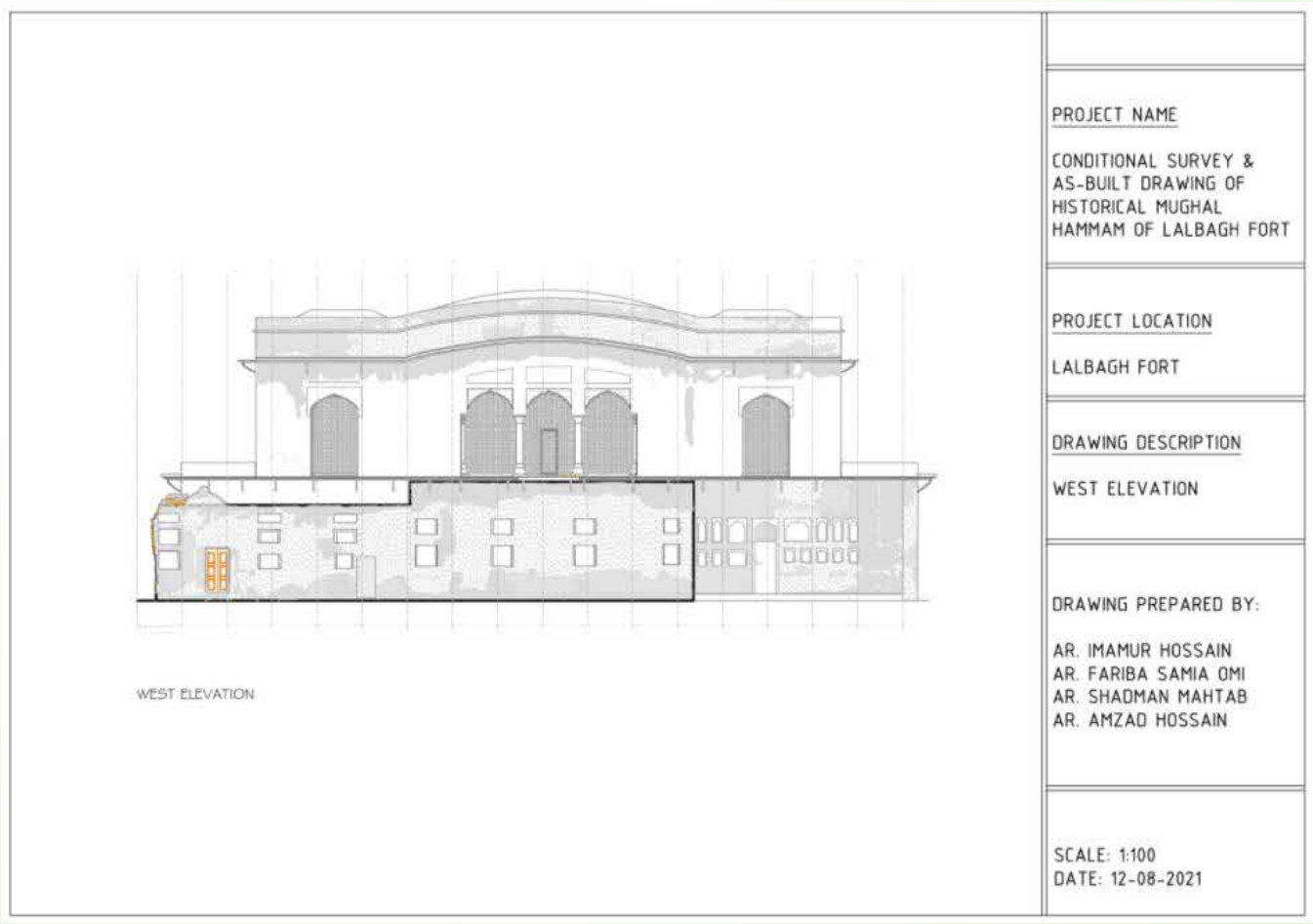

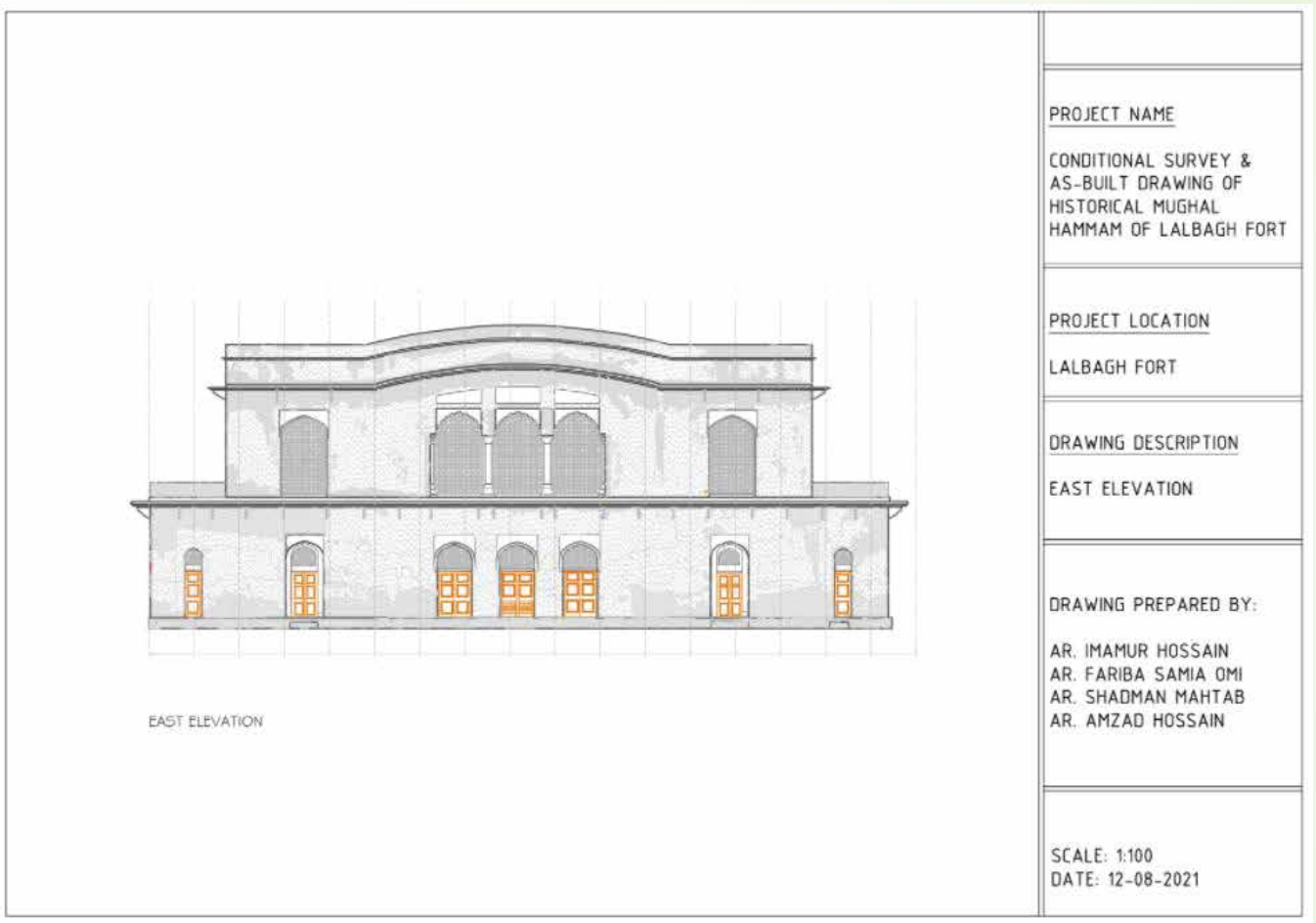

রসায়ন শাখার কার্যক্রমঃ

প্রত্নসম্পদ হলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ বিচিত্র আবহাওয়া স্থাবর ও অস্থাবর প্রত্নসম্পদের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এগুলোকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। গবেষণা করার জন্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে উপস্থাপনের নিমিত্তে প্রত্নসম্পদগুলোকে সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে প্রত্নসম্পদের পরিচর্যা, প্রত্নবস্তু ও পুরাকীর্তি হতে নমুনা সংগ্রহ করে রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশেষণ, প্রাচীন মুদ্রার রেপলিকা তৈরি এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য কাজ অধিদপ্তরেরর রসায়নাগার শাখায় সম্পন্ন করা হয়।

প্রত্নবস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা :

ক) অধিদপ্তরের প্রত্নঃ শাখার পত্র নং-৪৩.২৩.০০০০.১২২.৩৯.০০১.১৫(অংশ-৬).১৫২৭, তাং-০৪-১০-২০২০খ্রিঃ ও ১৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ এর মাধ্যমে প্রাচীন ধাতব জাতীয় ১৩৯টি মুদ্রা রসায়নাগার শাখায় রাসায়নিক পরীক্ষা ও পরিচর্যার জন্য ১১-১০-২০২০খ্রিঃ তারিখে গৃহীত হয়। প্রতিবেদিত সময়ে মোট ৯০ টি মুদ্রার রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাসায়নিক পরিচর্যার আগে

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

খ) আঞ্চলিক পরিচালক অফিস, ঢাকা এর স্মারক নং-৪৩.২৩.২৬০০.১২৮.১৮.০১১.১৮/৩৮৭, তারিখ-২৭-০৫-২০২১খ্রিঃ এর মাধ্যমে ০৩টি প্রাচীন মুদ্রা অত্র শাখায় গৃহীত হয়। মুদ্রাগুলোর রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।

রাসায়নিক পরিচর্যার আগে

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

গ) অধিদপ্তরের স্মারক নং-৪৩.২৩.০০০০.১২৬.১৬.০০৬.১৯.১, তারিখ- ২০-০৬-২০২১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড় জাদুঘরে স্টোরে রক্ষিত ১০টি রৌপ্য মুদ্রা ও ১৫টি তাম্র মুদ্রার রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ অকুস্থলে সম্পন্ন করা হয়েছে।

রাসায়নিক পরিচর্যার আগে

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

পুরাকীর্তির রাসায়নিক পরিচর্যা :

প্রত্নসম্পদগুলো অতীত মানুষের জীবন ধারা, রুচিবোধ ও নৈপূণ্যশীলতার পরিচয় বহন করে। পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাবে এবং মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে এগুলো ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ড় পুরাকীর্তিগুলো সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ করার প্রয়োজন হয়। প্রতিবেদিত সময়ে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাস্থ শেখপুরা জামে মসজিদ, বাগেরহাট জেলার রেজা খোদা মসজিদ ও কুমিলা জেলার শালবন বিহার এর রাসায়নিক পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। রাসায়নিক পরিচর্যা করার ফলে পুরাকীর্তিগুলোর মূল রং দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে।

শেখপুরা জামে মসিজদ

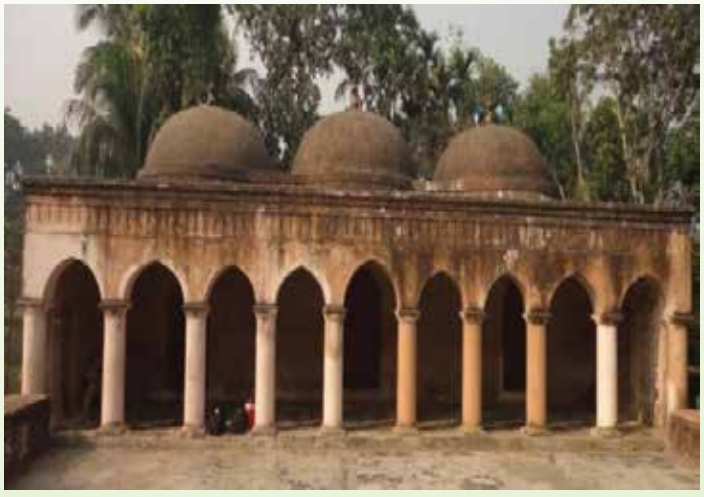

রাসায়নিক পরিচর্যার আগে

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

শালবন বিহার এর দেয়াল

রাসায়নিক পরিচর্যার আগে

রাসায়নিক পরিচর্যার পরে

এছাড়া অনেক সময় পুরাকীর্তির উপর বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। এগুলো বড় হতে থাকলে এদের শিকড় ক্রমশ পুরাকীর্তির দেয়ালে বা ছাদের ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে পুরাকীর্তির দেয়াল বা ছাদে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এমনকি পুরাকীর্তিগুলো ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রসায়ন সম্মত উপায়ে এসব উদ্ভিদ নিধন করা হয়। চাহিত সময়ের মধ্যে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলাস্থ উলানিয়া চৌধুরি বাড়ির ভবনে জন্মানো গাছ-পালা রসায়ন সম্মত উপায়ে নিধন করা হয়।

রাসায়নিক পরিচর্যার পূর্বে

রাসায়নিক পরিচর্যাকালিন

রাসায়নিক বিশেষণঃ

ক) অধিদপ্তরের সহ: প্রকৌশলী, জনাব মো: ফিরোজ আহমেদ কর্তৃক প্রদত্ত পাস্টারের রাসায়নিক বিশেষণ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হয়েছে।

চলমান রাসায়নিক বিশেষণ কাজ

খ) প্রকৌশল শাখার স্মারকনং- ৪৩.২৩.০০০০.১২৫.০১৮.০৭.২০২১/১৩৫৪, তাং-১৯-০১-২০২১খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকৌশলী কর্তৃক প্রেরিত পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগার এর ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ইট ও মর্টারের রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করে ফলাফল/প্রতিবেদনপেশ করা হয়েছে।

চলমান রাসায়নিক বিশেষণ কাজ

লবনাক্ততা নির্ণয়ঃ

উপপরিচালক (প্রত্ন:) কর্তৃক প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পৈত্রিক বসত বাড়ির পুরাতন একটি ইট, বসত বাড়ির সংরক্ষণ কাজে ব্যবহারের নিমিত্তে পরীক্ষামূলক ভাবে সংগৃহীত নতুন দুইটি ইট ও ইট তৈরিতে ব্যবহৃত মাটির লবনাক্ততা নির্ণয় করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।

প্রদত্ত ইট

রাসায়নিক পরীক্ষা:

কোন বস্তুকে প্রত্নবস্তু হিসেবে সনাক্ত করার জন্য যে সব Criteria এর প্রয়োজন তার মধ্যে নির্মাণ উপাদান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ Criteria। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে বস্তুগুলো কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি তা নির্ণয় করে প্রতিবেদন পেশ করা হয়। পরবর্তীতে এই ফলাফলের ভিত্তিতে প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা বস্তুগুলো প্রত্নসম্পদ কিনা তা সনাক্ত করে থাকে। প্রতিবেদিত সময়ে দেশের বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরণের ৩৬টি মূর্তি/বস্তুর নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়।

নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে

প্রাথমিক রাসায়নিক পরীক্ষার কাজ করা হচ্ছে

বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত আলামত

কাগজাত সংরক্ষণ:

কাগজাত সামগ্রী দীর্ঘদিন বায়ুমন্ডলের সান্নিধ্যে থাকার ফলে অম্লযুক্ত হয় এবং ভংগুর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এগুলোর সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রতিবেদিত সময়ে আঞ্চলিক পরিচালক অফিস, বগুড়া হতে প্রাপ্ত ১১৫টি প্রকাশনার রসায়ন সম্মত উপায়ে সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চলমান ফিউমিগেশন

পোকা-মাকড় দমন:

অধিদপ্তরের ভান্ডার, প্রকৌশল ও রসায়নাগার শাখায় উইপোকা দমনের লক্ষ্যে কীটনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ:

ক) ২৮ জুলাই হতে ৩১ জুলাই ২০১৯খ্রি: পর্যন্ড় এবং ২০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সচিবালয় নির্দেশমালা, ইনোভেশন, ইউনিকোড ও ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে অত্র শাখার ৭ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন ।

খ) অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৩.২৩.০০০.১২১.২৫.১৪৯.১৯.১৪২৪/৫, তারিখ-২০-০৯-২০২০খ্রিঃ এর আলোকে রসায়নাগার শাখার ২ জন কর্মচারী জনাব সুলতান মাহমুদ, ল্যাবরেটরী টেকনিক্যাল সহকারী ও জনাব খঃ নূর্ল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর অধিদপ্তরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত ই-ফাইলিং ও ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।

কর্ম সম্পাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৩.২৩.০০০০.১২১.২৫.১৪৯.১৯(অংশ-১)/১৫১৫(৫), তারিখ- ০১-১০-২০২০ খ্রিঃ, ১৬-০৬-১৪২৭ বাং এর নির্দেশ মোতাবেক রসায়নাগার শাখায় ২৭ অক্টোবর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে " রাসায়নিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা" ১০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখে " ই-নথি" এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২০খ্রিঃ "জৈব প্রত্নবস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা" বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে রসায়নাগার শাখার বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ অংশ নেন।

ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জৈব প্রত্নবস্তুর রাসায়নিক পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

পরিদর্শন:

রাসায়নিক পরিচর্যা কাজের প্রাক্কলন প্রণয়নে ঢাকা ও খুলনা আঞ্চলিক পরিচালক অফিসকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে অত্র দপ্তরের প্রত্নতাত্ত্বিক রসায়নবিদ জনাব মোঃ লিয়াকত আলী শেরপুর জেলার ঘাগড়া খান বাড়ি মসজিদ, টাঙ্গাইল জেলার আতিয়া মসজিদ, পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটার প্রাচীন নৌকা ও কাচিছিড়া মসজিদ এর সংরক্ষণাবস্থা পরিদর্শন করেন।

আতিয়া মসজিদ

কুয়াকাটার প্রাচীন নৌকা

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ঢাকার কার্যক্রম

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন:

চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও দিক নির্দেশনায় পরিচালিত বাস্তব প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম ০৬-০৩-২০২১ তারিখ থেকে চলমান রয়েছে। প্রতিবেদিত সময়ে বিভিন্ন বর্গ উপবর্গ (পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক) মোট ০৭টি বর্গ উপবর্গ বাস্তব খনন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পূর্ববর্তী অর্থবছরে খনকৃত কয়েকটি বর্গে উন্মোচিত দেয়ালের গতিবিধি পর্বেক্ষণের লক্ষে পুনরায় আংশিক খনন করা হয়েছে। খননকৃত বর্গসমূহ হচ্ছে V-৩৩, V-৩৪, V-৩৫, V-৩৬, Q-৩২, Q-৩৪, R-৩৪।

খননকৃত বর্গসমূহ বিস্মৃত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নির্মাণপব্বের সাক্ষ্য বহনকারী বেশ কয়েকটি দেয়াল, সংযোগ দেয়াল, কর্ণার, মেঝের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। এগুলো বিভিন্ন গভীরতায় উন্মোচিত হয়। V-৩৫ বর্গের উন্মোচিত দেয়ালের পরিমাণ ৫ মিটার × ১.৬ মিটার × ২ মিটার। পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসরমান দেয়ালে ৩৮ সারি ইট উন্মোচিত হয়।

উৎখননে উন্মোচিত কাঠামো

উৎখননে প্রাপ্ত স্তরসমূহ

উৎখননে উন্মোচিত কাঠামো

উৎখননে প্রাপ্ত স্তরসমূহ

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি জেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এ জরিপ ও অনুসন্ধানকালে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া ও কটিয়াদি উপজেলায় রাজ কাচারী, নীলকুঠি, সাদী মসজিদ, শাহ গরীবুলার মাজার , বেবুধ রাজার দিঘি, মজিদপুর মন্দির, গঞ্জের হাট সংলগ্ন দোচালা মন্দির, গঞ্জের হাট সংলগ্ন শিখরা মন্দির, মঠখোলা কালীপিনাক গোবিন্দ লক্ষী মন্দির উল্লেখযোগ্য মো: ছাদেকুজ্জামান সহকারী পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর মাঠ পরিচালনায় নভম্বের/২০২০ থেকে জানুয়ারি/২০২১ এ তিন মাস প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাকুন্দিয়া উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ১৭টি এবং কটিয়াদি উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকৃত প্রত্নস্থলের সংখ্যা ৪০টি। এদের মধ্যে কিছু উলেখযোগ্য প্রত্নস্থলের আলোকচিত্র নিম্নে দেয়া হল।

রাজ কাচারী	নীলকুঠি	সাদী মসজিদ
শাহ গরীবুল্লাহর মাজার	বেবুধ রাজার ঢিবি	মজিদপুর মন্দির
গঞ্জের হাট সংলগ্ন দোচালা মন্দির	গঞ্জের হাট সংলগ্ন শিখরা মন্দির	মঠখোলা কালি পিনাক মন্দির
শম্ভুনাথ সাহার মঠ	শ্যামচরণ সূত্রধরের মঠ	বঙ্কিম ভট্টাচার্যের মঠ

প্রত্ননিদর্শনের প্রদর্শনী:

ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের আয়োজনে প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর গ্রামে শাহ গরীবুলাহর মাজার ঢিবিতে খননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমান। তিনি ০৯/০৬/২০২১ইং তারিখ বেলা ৩ ঘটিকার সময় প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত প্রদর্শনী কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব রাখী রায় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন), খন্দকার মাহাবুবুর রহমান। অধিদপ্তরের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ ফরিদ হোসেন, উপপরিচালক(প্রত্নসম্পদ), জনাব মোঃ আমিরুজ্জামান সহ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণ স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু সমূহের প্রদর্শনী উপভোগ করেন।

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনীর সম্মানীত অতিথিবৃন্দ

উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী

অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি পালনঃ

আগষ্ট/২০২০মাসে চার'শত বছরের ঐতিহাসিক কুতুব শাহ মসজিদের সংস্কার কাজের উদ্বোধন করলেন কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহাম্মদ তৌফিক। সোমবার (২৪ আগষ্ট) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জেলার অষ্টগ্রামে কুতুব মসজিদের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়। পুরাকীর্তিটির ফলক উন্মোচন শেষে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করা হয়। পরে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হান্নান মিয়া।

কুতুব মসজিদ সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের শুভ উদ্বোধন

কুতুব মসজিদ সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের শুভ উদ্বোধন

দিবস উদযাপন :

ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর সমূহে গত ৫ই আগস্ট ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামালের ৭১তম ও ৮ আগস্ট সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবাষিকী এবং ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার মহান স্থপতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে লালবাগ দুর্গজাদুঘর, বালিয়াটি প্রাসাদ, শশীলজ ময়মনসিংহ ও পানামসিটিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

শহীদ শেখ কামালের ৭১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ৯০তম জন্ম বার্ষিকীতে লালবাগদুর্গ জাদুঘর দপ্তরের আয়োজনঃ

১৫ আগস্ট/২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসে লালবাগ দুর্গ জাদুঘর দপ্তরের আয়োজনঃ

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে লালবাগ দুগের্র অভ্যন্তরে পরিবিবির মাজারের উত্তর পাশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়। এ সময় দপ্তর প্রধান কাস্টোডিয়ানসহ অন্যান্য সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন । জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করার পরপরই কাস্টোডিয়ানের নেতৃত্বে সকল কর্মচারীদের নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমার এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া লালবাগ কেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে লালবাগ দুর্গ জাদুঘর দপ্তরের হলরুমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমার এঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে কোরআন খানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন খানি, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল শেষে লালবাগ দুগের্র অভ্যন্তরে পরিবিবির মাজারের দক্ষিণ পাশে দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করেন এ দপ্তরের কাস্টোডিয়ান। এসময় দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন ও এর নিয়ন্ত্রণাধীণ জাদুঘর/প্রত্নস্থলসমূহে ১৬ ডিসেম্বর/২০২০ মহান বিজয় দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিগত বছরে অনুষ্ঠিত শিশু-কিশোরদের চিত্রাঙ্গণ প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অর্জনকারী মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকর্ম সমূহ প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বাদ যোহর মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে অনলাইন প্লাটফরমে মিলাদ মাহফিল এবং বিশেষ আলোচনা সভায় সকল কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী

আঞ্চলিক পরিচালক এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘর/প্রত্নস্থল সমূহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ-২০২১ তারিখ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমার এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তর্বক অর্পণ

সহ আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া ২৫মার্চ-২০২১ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা সভা এবং শহিদদের আত্মার মাগফিরাত ও তাঁদের পরিবার বর্গের মঙ্গল কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

সেমিনার:

১৪-০২-২০২১ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহ্য ভাবনা ' শীর্ষক একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কিউরেটর, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও সাবেক সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জনাব নজরুল ইসলাম খান এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর প্রতীক, বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত এবং ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পদক প্রাপ্ত, জনাব লে. কর্ণেল কাজী সাজ্জাদ আলী জহির ও, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড.এ কে এম শাহনাওয়াজ। সেমিনারে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারি ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহ্য ভাবনা শীর্ষক অনলাইন সেমিনারের আলোকচিত্র

প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে ঢাকা আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক ১৬-০৬-২০২১ ও ১৭-০৬-২০২১ তারিখে দুই দিন ব্যাপি অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের প্রথম দিন অফিস ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার-সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয় দিন উৎখনন ও আর্থিক বিধিবিধান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডে কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন:

ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক জনাব রাখী রায় গত ২৬-০৯-২০২০ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয়ের সফর সঙ্গী হিসেবে নাগরপুর জমিদার বাড়ি, কুটিয়া জমিদার বাড়ি, বালিয়াটি প্রাসাদ, পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া বালিয়াটি প্রাসাদে অসহায় ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে শাক- সবজি বিতরণ করেন। নাগরপুর জমিদার বাড়ি ও পাকুটিয়া জমিদার বাড়ি সংস্কার-সংরক্ষণ ও নির্মাণ বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন, চেয়ারম্যান, সাংবাদিক, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষক মন্ডলীদের সাথে আলোচনা করা হয়।

নাগরপুর জমিদার বাড়ি পরিদর্শন

পাকুন্দিয়া জমিদার বাড়ি পরিদর্শন

বালিয়াটি প্রাসাদ পরিদর্শন ও শাক সবজি বিতরণ

গত ০৬/১০/২০২০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয় শশীলজ ময়মসিংহ পরিদর্শন করেন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক শশীলজ, ময়মনসিংহ পরিদর্শন

ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক জনাব রাখী রায় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে ১৯-১১-২০২০ তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলার ঈশা খাঁ এর এগারো সিন্ধু দুর্গ পরিদর্শন এবং ২০-১১-২০২০ তারিখে মহাবীর ঈশাখাঁর বিজয় এলাকায় স্মারক বিজয় স্তম্ভ নির্মাণে মাননীয় এম পি সহ সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার উদ্দেশ্যে পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ তথায় গমন করেন।

কিশোগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়, সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

গত ২৪-০৩-২০২১ তারিখ “Restoration, Retrofitting and 3D Architectural Documentation of Historical Mughal Hammam at Lalbag Fort, Dhaka” শীর্ষক প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত; সংস্কৃতি বিষয়ক মণ্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী; মাননীয় সচিব এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৫-০৬-২০২১ তারিখ ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক, জনাব রাখী রায়, ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সহিত মুড়াপাড়া প্রাসাদ নারায়নগঞ্জ, পরিদর্শনের জন্য তথায় গমন করেন।

মুড়াপাড়া প্রাসাদ পরিদর্শন

গত ১৫-০৬-২০২১ তারিখ ঢাকা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক, জনাব রাখী রায় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ আতাউর রহমান এর সহিত পানাম নগরের ১৩ নং ভবনের সংস্কার কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্তে তথায় গমন করেন ।

পানাম নগরের ১৩নং সংস্কার কাজ পরিদর্শন

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় রাজশাহীর কার্যক্রম

১৫ আগস্ট, ২০২০ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন:

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালক মোছাঃ নাহিদ সুলতানা কর্তৃক জাতীয় পতাকা অর্ধমিত রাখার নিমিত্ত পতাকা উত্তোলনের একাংশ

বগুড়া জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের একাংশ

মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপনের প্রতিবেদন:

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সকাল ৬ টায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখা হয়।

২০-০৮-২০২০ তারিখ রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কর্তৃক ঐতিহাসিক ছোট সোনা মসজিদ ও তাহাখানা পরিদর্শন।

রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কর্তৃক সোনা মসজিদ পরিদর্শনের একাংশ

০৮-০৯-২০২০ তারিখ: বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস মহোদয়ের পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন।

মান্যবর ভারতীয় হাইকমিশনার এঁর পতিসর রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর পরিদর্শন এবং মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধকরণ

মান্যবর ভারতীয় হাইকমিশনার এঁর বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) খন্দকার মোঃ মাহাবুবুর রহমান মহোদয় গত ১৩-১০-২০২০ তারিখ দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় নবনির্মিত কান্তজিউ জাদুঘর পরিদর্শন করেন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হান্নান মিয়া মহোদয় কর্তৃক নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনের একাংশ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হান্নান মিয়া মহোদয় কর্তৃক নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর জাদুঘর পরিদর্শনের একাংশ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হান্নান মিয়া মহোদয় কর্তৃক নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত স্টেক হোল্ডার মিটিং এর একাংশ

নওগাঁ বিজিবি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারকৃত প্রত্নবস্তুসমূহ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক মোছাঃ নাহিদ সুলতানা প্রত্নবস্তু গ্রহণের একাংশ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয় কর্তৃক রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলার পুঠিয়া রাজবাড়ি ও তদসংলগ্ন প্রত্নস্থলসমূহ পরিদর্শনের একাংশ

ক্র. নং.	তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	প্রত্নবস্তুর নাম	ছবি
১	০৯-১১-২০২০	র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-৫), জয়পুরহাট	পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	
২	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	
৩	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের বিষ্ণু মূর্তির ভগ্নাংশ	
৪	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	

ক্র. নং.	তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	প্রত্নবস্তুর নাম	ছবি
৫	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	
৬	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	
৭	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের মুখমন্ডল ভগ্ন	
৮	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের ভগ্নাংশ	
৯	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	বিষ্ণু মূর্তি (যাহার মুখমন্ডল ভগ্ন)	

ক্র. নং.	তারিখ	প্রাপ্তিস্থান	প্রত্নবস্তুর নাম	ছবি
১০	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের গনেশ মুর্তির ভগ্নাংশ	
১১	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি)	পাথরের ভগ্নাংশ	
১২	১৬-১১-২০২০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, নওগাঁ (১৬ বিজিবি	পাথরের মূর্তি	
১৩	০৮-১২-২০২০	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ট্রেজারী শাখা, জয়পুরহাট।	বেলে পাথরের চতুর্ভূজি শিবলিঙ্গ	

কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কাহারোল, দিনাজপুর।

দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) কর্তৃক ০৭ (সাত) টি কালো পাথরের মূর্তি ও মূর্তির খন্ডাংশ কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষণ প্রতিবেদন:

ক্র. নং.	প্রত্নবস্তুর নাম	প্রাপ্তিস্থান	ছবি
১।	কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি)এর জেসিও- ৬৪৮৭ নাঃ সুবেদার মোঃ ফুল মিয়াএর নেতৃত্বে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে আনুমানিক বিকাল ০৫.৫০ ঘটিকার সময় একটি টহল দল দিনাজপুর জেলাধীন চিরির বন্দর উপজেলার ঘাগরাগাজী গ্রামের পশ্চিম সাইতারা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।	
২।	কালো পাথরের শিবলিঙ্গ	দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর জেসিও-৬১২৭ সুবেদার মোঃ আব্দুল হালিম এর নেতৃতে ০৭ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রি. তারিখে আনুমানিক বিকাল ০৫.৫০ ঘটিকার সময় একটি টহল দল দিনাজপুর জেলাধীন পার্বতীপূর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের পশ্চিম দিকে পাকা রাস্তার পাশে অভিযান পরিচালনা করে কালো পাথরের শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করা হয়।	
৩।	কালো পাথরের মূর্তি	দিনাজপুর উপজেলাধীন বোচাগঞ্জ উপজেলার মাহেরপুর গ্রামের ঐতিহাসিক জিনিহারী পুকুরের খনন কাজ চালানোর সময় এই মূর্তিটি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক বিএ- ৫৩১৪ মেজর সামসুজ্জামান মোহাম্মদ আরিফউল ইসলাম এর নেতৃত্বে ২৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখে একটি বিশেষ টহল দল দিনাজপুর জেলাধীন বোচাগঞ্জ উপজেলার মাহেরপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।।	
৪।	কালো পাথরের বেদী	দিনাজপুর উপজেলাধীন বোচাগঞ্জ উপজেলার মাহেরপুর গ্রামের ঐতিহাসিক জিনিহারী পুকুরের খনন কাজ চালানোর সময় এই মূর্তিটি পাওয়া যায়। পরবর্তীতে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক বিএ- ৫৩১৪ মেজর সামসুজ্জামান মোহাম্মদ আরিফউল ইসলাম এর নেতৃত্বে ২৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখে একটি বিশেষ টহল দল দিনাজপুর জেলাধীন বোচাগঞ্জ উপজেলার মাহেরপুর গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।	
৫।	কালো পাথরের মূর্তির ভগ্নাংশ	দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক বিএ- ৫৩১৪ মেজর সামসুজ্জামান মোহাম্মদ আরিফউল ইসলাম এর নেতৃত্বে ১৪ জুন ২০১৯ খ্রি. তারিখে আনুমানিক রাত- ১১.৪৫ ঘটিকার সময় একটি বিশেষ টহল দল দিনাজপুর উপজেলাধীন বিরল উপজেলার নগরবাড়ি (ফকিরপাড়া) গ্রামের মোসলেম উদ্দিনের বাড়ির পাশে পুকুরপাড়ে গোপন সংবাদ এর মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।	

ক্র. নং.	প্রত্নবস্তুর নাম	প্রাপ্তিস্থান	ছবি
৬।	কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তি	দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক বিএ- ৫৩১৪ মেজর সামসুজ্জামান মোহাম্মদ আরিফউল ইসলাম এর নেতৃত্বে ১৬ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে একটি বিশেষ টহল দল দিনাজপুর উপজেলাধীন কাহারোল উপজেলার ভাবরদিঘী গ্রামের বটতলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।	
৭।	কালো পাথরের মূর্তি সাদৃশ	দিনাজপুরব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) এর উপ-অধিনায়ক বিএ- ৫৩১৪ মেজর সামসুজ্জামান মোহাম্মদ আরিফউল ইসলাম এর নেতৃত্বে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে একটি বিশেষ টহল দল ঠাকুরগাঁও জেলাধীন পীরগঞ্জ উপজেলার রমনা চান্দহর (বৈরচুনা) গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে মূর্তিটি উদ্ধার করেন।	

পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮ বিজিবি) কর্তৃক ০১ (এক) টি কালো পাথরের মনষা দেবীর মূর্তি কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষণ প্রতিবেদনঃ

ক্র. নং.	প্রত্নবস্তুর নাম	প্রাপ্তিস্থান	ছবি
১।	কালো পাথরের মনষা দেবীর মূর্তি	পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮বিজিবি) কর্তৃক ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে আনুমানিক সন্ধ্যা ০৬.০০ ঘটিকার সময় একটি টহল দল পঞ্চগড় সদর উপজেলার মীরপুর বিওপির বোধাপাড়া নামক স্থান হতে মূর্তিটি উদ্ধার/আটক করা হয়। পরবর্তীতে দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ১১/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল খন্দকার আনিসুর রহমান, পিএসসি, জি+ কর্তৃক কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কাহারোল, দিনাজপুরে প্রদর্শনের জন্য হস্তান্তর করা হয়।	

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয় গত ০১-০১-২০২১ তারিখ দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার নবনির্মিত কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের টিকেট চালুকরণ উদ্বোধন করেন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুরর আঞ্চলিক কার্যালয় আয়োজিত গণশুনানীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের টিকেট উদ্বোধন

মহাপরিচালক মহোদয়ের কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শন

কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে গণশুনানীর আলোকচিত্র

গত ১৬-০১-২০২১ তারিখ বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের হাইকমিশনারগণকে সঙ্গে নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন মহোদয়সহ ৪০ দেশের রাষ্ট্রদূত এঁর মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

গত ২১-০১-২০২১ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি মহোদয় এবং মহাপরিচালক মহোদয় বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর ও মহাস্থানগড় এলাকা পরিদর্শন করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু কর্ণার পরিদর্শন

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রাচীন পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় এলাকার জাহাজঘাটা প্রত্নস্থল পরিদর্শন

আঞ্চলিক পরিচালক মোছাঃ নাহিদ সুলতানা ২৬-০১-২০২১ তারিখ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি কুসুম্বা মসজিদ পরিদর্শন করেন এবং ধামইরহাট উপজেলার আগ্রাদ্বিগুণ প্রত্নস্থলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের উদ্বোধন করেন।

আগ্রাদ্বিগুণ প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের উদ্বোধনের আলোকচিত্র

খনন পরিচালনা ও নথিভূক্তকরণ কাজের আলোকচিত্র

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ধাপেরহাট প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ধাপেরহাট প্রত্নস্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অনুসন্ধানমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনাকালীন আলোকচিত্রসমূহ:

রাজশাহী জেলার বাগমারা উপজেলার গনিপুর ইউনিয়নের আচিনঘাট এক গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শনের আলোকচিত্র

কামনগর বুরুজ পরিদর্শনের সময় স্থানীয় প্রবীন ব্যক্তির নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের আলোকচিত্র

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ১৪-০৩-২০২১তারিখ পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আলোকচিত্র

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত ১৫-০৩-২০২১ তারিখ পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ কর্মশালার আলোকচিত্র

রাজশাহী জেলার সদর উপজেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি বড় কুঠির সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের ফলক উন্মোচন ও সংস্কার কাজের উদ্বোধন করেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র এ. এইচ. এম খায়রুজ্জামান (লিটন)

প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ:

পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, বদলগাছি, নওগাঁ :

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জয়পুরহাট এর ট্রেজারী শাখা হতে ০৩টি পাথরের তৈরি মূর্তি সংগ্রহ করে পাহাড়পুর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়।

নওগাঁ জেলার মান্দা থানা হতে একটি কালো পাথরের তৈরি একটি মূর্তির ভগ্নাংশ সংগ্রহ করা হয়।

কান্তনগর প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, কাহারোল, দিনাজপুর :

দিনাজপুর ব্যাটালিয়ন (৪২ বিজিবি) কার্যালয় হতে ০৭ (সাত) টি এবং পঞ্চগড় ব্যাটালিয়ন (১৮ বিজিবি) কর্তৃক ০১ (এক) টি মনষা দেবীর কালো পাথরের মূর্তি সংরক্ষণ করা হয়।

কালো পাথরের বিষ্ণু মূর্তি

কালো পাথরের শিব লিঙ্গ

কালো পাথরের শিরোনামহীন মূর্তি

বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানা কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১২-০৪-২০২১ তারিখে কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মূর্তি এবং কাহালু থানা কর্তৃক উদ্ধারকৃত ২৮-০৪-২০২১ তারিখ কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মূর্তি ও মূর্তির তিনটি ভাঙ্গা ছোট অংশ মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে হস্তান্তর করেন।

১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে মহাস্থান জাদুঘরের উদ্যোগে আলোকসজ্জাকরণের দৃশ্য

৩। পাহাড়পুর জাদুঘর, বদলগাছী, নওগাঁ

১৭ মার্চ উপলক্ষ্যে পাহাড়পুর জাদুঘরের উদ্যোগে আলোকসজ্জাকরণের দৃশ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন এর নিমিত্ত রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি শাহজাদপুর দপ্তর ১৬-০৩-২০২১ তারিখ এবং ১৭-০৩-২০২১ তারিখ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর আলোকসজ্জাকরণ।

২৬ মার্চ, ২০২১ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাজহাট জমিদার বাড়িতে আলোকসজ্জা করা হয়

২২-০৫-২০২১ তারিখ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আতাউর রহমান, যুগ্মসচিব মহোদয় মহাস্থান জাদুঘর এলাকা এবং জাদুঘর পরিদর্শন করেন

প্রত্নবস্তু সংগ্রহঃ

১। মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার জিডি নং- ১১৫২, তারিখ: ৩১-০১-২০২১ এবং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বগুড়ার আদেশ নং- ১৯৭ (২), তারিখ: ২৫-০৩-২০২১ এর আদমদিঘী থানা, বগুড়ার এসআই জনাব মোঃ হারুন মিয়া গত ০৭-০৪-২০২১ তারিখ উদ্ধারকৃত কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মূর্তিটি মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান রাজিয়া সুলতানা এর নিকট হস্তান্তর করেন

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত (চৌকি), গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা এর আদেশ এবং গোবিন্দগঞ্জ থানা, গাইবান্ধার জিডি নং- চজঝখ- ২১৭/২১মূলে গোবিন্দগঞ্জ থানা, গাইবান্ধা কর্তৃক উদ্ধারকৃত কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণুমূর্তি গ্রহণের মহাস্থান প্রত্নতাতিত্বক জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান রাজিয়া সুলতানা ০৫-০৫-২০২১ তারিখ গোবিন্দগঞ্জ থানা, গাইবান্ধা হতে মুর্তিটি গ্রহণ করেন

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, আমলী আদালত, কাহালু থানা, বগুড়ার স্মারক: ১৯৫ (২), তারিখ: ১১-০৪-২০২১ এর আদেশের প্রেক্ষিতে কাহালু থানা, বগুড়ার স্মারক: ১৪০৬, তারিখ: ২৩-০৪-২০২১ এর মাধ্যমে কাহালু থানা, বগুড়ার এসআই (নিরস্ত্র) জনাব খোকন চন্দ্র ভৌমিক ২৪-০৪-২০২১ তারিখ উদ্ধারকৃত কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণুমূর্তি এবং মূর্তির তিনটি ছোট ছোট ভাঙ্গা অংশ মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান রাজিয়া সুলতানা এর নিকট হস্তান্তর করেন।

তাড়াশ থানা, সিরাজগঞ্জের মামলা নং- ০৬, তারিখ: ০৭-০৪-২০২১ এবং বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, সিরাজগঞ্জ এর আদেশ মূলে কালো পাথরের তৈরি বিষ্ণু মূর্তি তাড়াশ থানা, সিরাজগঞ্জ হতে ১০-০৫-২০২১ তারিখ মহাস্থান প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান রাজিয়া সুলতান গ্রহণ করেন

সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের আলোকচিত্রঃ

শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি অডিটরিয়াম ও জাদুঘরের সংস্কার-সংরক্ষণ কাজের আলোকচিত্র (২০২০-২১ অর্থবছর)

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনার কার্যক্রম

প্রতিবেদিত সময়ে বিশেষ পরিদর্শন :

- তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ মহোদয় গত ২৯ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি পরিদর্শন করেন।
- নড়াইল-১ আসনের সংসদ সদস্য জনাব মো: কবিরুল হক মুক্তি মহোদয় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুন ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে পবিত্র জুম্মার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন। বাগেরহাট জাদুঘরের মন্তব্য বহিতে তিনি মন্তব্য লিখেন, "হযরত খানজাহান আলী (র:) অপূর্ব সৃষ্টি এই মসজিদ দেখে আমি অভিভূত"। মসজিদ রক্ষণাবেক্ষনের জন্য তিনি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরকেও ধন্যবাদ জানান।

- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: সেলিম রেজা ২৫ সেপ্টেম্বও ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি পরিদর্শন

নড়াইল-১ আসনের মাননীয় সাংসদ সদস্য জনাব মো: কবিরুল হক মুক্তির ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব শেখ ইউসুফ হারুণ মহোদয়ের বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: সেলিম রেজা মহোদয়ের বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন

সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের অব্যবহৃত জায়গায় শাক-সবজি উৎপাদন:

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপির ৩১ দফা নির্দেশনার ১৫ নম্বর নির্দেশনা (খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য.....কোনো জমি যেনো পতিত না থাকে) অনুসরণে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের গৃহীত সংরক্ষিত পুরাকীর্তি ও জাদুঘরসমূহের অব্যবহৃত জায়গায় শাক-সবজি উৎপাদন করে "তেভাগা নীতি অনুসারে" (এক ভাগ উৎপাদন ব্যয়, এক ভাগ দপ্তরের কর্মচারীদের মধ্যে বিতরণ ও এক ভাগ স্থানীয় দরিদ্র জনগণের মধ্যে বিতরণ) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্নস্থলের আশেপাশে পড়ে থাকা অব্যবহৃত জায়গায় ডাটা, লালশাক, পুঁইশাক, ঢেরস, চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, ঝিংগা, ধুন্দল, বরবটি, আমড়া, পেঁপে চাষ করা হয়েছে। ২০৭জন দরিদ্র জনগণ এবং ৮১ জন কর্মচারীসহ মোট ২৮৮টি পরিবার উপকারভোগী হিসেবে আবাদকৃত শাক সবজি থেকে উপকৃত হয়েছে।

ক্রঃ নংঃ	জাদুঘরের নাম	সবজি প্রদানের তারিখ	এ পর্যন্ত কত জন' কে উৎপাদিত সবজি প্রদান করা হয়েছে		কার মাধ্যমে সবজি প্রদান করা হয়েছে	কি কি সবজি প্রদান করা হয়েছে
			দরিদ্র জনগণ	কর্মচারী		
১.	বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট	২২-০৭-২০২০	৪০ জন দরিদ্র জনগণ	৩২ জন'কে	বাগেরহাট সদরের নবনিযুক্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ মুছাব্বেরুল ইসলাম ও বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সিকদার আফতাব আহম্মেদ।	পুই শাক, লাল শাক, বরবটি ও ঢেড়শ
২.	রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	০৭-০৭-২০২০	-	৭ জন'কে	কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাস্টোডিয়ান	চালকুমড়া
		১৫-০৮-২০২০	১৩ জন দরিদ্র জনগণ	০৭ জন'কে	কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী কাস্টোডিয়ান	লালশাক, পুঁইশাক ও মূলাশাক
		২২-০৮-২০২০	২৪ জন দরিদ্র জনগণ	-	কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী সম্মানীত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত রেখে শিলাইদহ ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খান তারেক।	ডাটা শাক, লাল শাক ও মুলা শাক
		০৯-১০-২০২০	২০ জন দরিদ্র জনগণ	-	আঞ্চলিক পরিচালক, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ	পুঁইশাক, লাল শাক ও মিষ্টি কুমড়া
৩.	আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুর	১৬-০৭-২০২০	৪০ জন দরিদ্র জনগণ 'কে	১০ জন'কে	মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পরামর্শ অনুসারে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে	১০০ আটি লালশাক
৪.	ভরত ভয়না বৌদ্ধ মন্দির প্রত্নস্থল	১৯-৭-২০২০	৩০ জন দরিদ্র জনগণ'কে	১৫ জন'কে	স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে	পুঁইশাক, লালশাক, লাউ, বরবটি, আমড়া
৫.	রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, ফুলতলা, খুলনা	২৪-৭-২০২০	৪০ জন দরিদ্র জনগণ'কে	১০ জন'কে	সম্মানীত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবগত রেখে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারের মাধ্যমে	ডাটাশাক
সর্বমোট=			২০৭ জন দরিদ্র জনগণ'কে	৮১ জন'কে		
সর্বমোট=			২৮৮ জন'কে			

ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দিরে উৎপাদিত সবজি

ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দির প্রত্নস্থলে দরিদ্র জনগনের মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সবজি বিতরণ

সংরক্ষিত পুরাকীর্তি দক্ষিণডিহি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুড়বাড়ী, ফুলতলা, খুলনায় উৎপাদিত সবজি

দক্ষিণডিহি রবীন্দ্রনাথের শ্বশুড়বাড়ী, ফুলতলা, খুলনায় উৎপাদিত সবজি বিতরণ

আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুরে উৎপাদিত লালশাক বিতরণ

বাগেরহাট জাদুঘরে উৎপাদিত সবজি

বাগেরহাট জাদুঘরে উৎপাদিত সবজি বিতরণ

০৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ কুষ্টিয়ায় উৎপাদিত সবজি বিতরণ

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় গৃহিত কর্মসূচী :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধি মেনে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। করোনার প্রাদুর্ভাবে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক অফিসের প্রবেশ মুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর ব্যবস্থা, জুতা পরিবর্তন করে অফিস কক্ষে প্রবেশের ব্যবস্থা, ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ, গরম পানি খাবার ব্যবস্থা এবং জীবানুনাশক স্প্রে এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ১৬ সেপ্টেম্বর২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ থেকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সাইট ও জাদুঘরসমূহ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও মাস্ক ব্যবহার করে নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করে দর্শনার্থীরা জাদুঘর ও সাইট পরিদর্শন করেছেন।

কোভিড-১৯ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সকল জাদুঘরসমূহে দর্শনার্থীদের স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা ফলক স্থাপন করা হয়েছে। সকল জাদঘরের প্রবেশদ্বারে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়ার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মাস্ক ব্যবহারসহ হ্যান্ড স্যানিটাইজিং এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে দর্শনার্থীদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে জাদুঘরসমূহের সামনে ব্রড ওয়াক সাইন দেয়া হয়েছে। বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট ও ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাস, মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি ও রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, কুষ্টিয়ার বিভিন্নস্থান করোনার প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণস্থানে জীবাণুনাশক স্প্রে করা হয়।

ষাটগম্বুজ মসজিদে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পবিত্র ঈদ উল আযহার নামাজ আদায়

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে বাগেরহাট জাদুঘরের সামনে ব্রড ওয়াক সাইন দেয়া হয়েছে

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাড়ি জাদুঘরে ব্রড ওয়াক সাইন দেয়া হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা জেলার কালুরপোল রাজারভিটা প্রদর্শনীকেন্দ্রের সামনে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা

দর্শনার্থীদের বাগেরহাট জাদুঘরের প্রবেশ পথে ইনফ্রারেড থার্মোমিটার দ্বারা শরীরের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে নিযুক্ত মান্যবর ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক(অতিরিক্ত সচিব) জনাব মো: হান্নান মিয়া মহোদয়েকে কুঠিবাড়ির জন্য একটি স্যানিটাইজার স্প্রে মেশিন উপহার দেন। মান্যবর ভারতের হাইকমিশনার কর্তৃক উপহারকৃত স্যানিটাইজার স্প্রে মেশিনটি ইতোমধ্যেই কুঠিবাড়ির প্রধান ফটকে স্থাপন করা হয়েছে।

মান্যবর ভারতের হাইকমিশনার স্যানিটাইজার স্প্রে মেশিন উপহার প্রদান করছেন

মান্যবর ভারতের হাইকমিশনারের উপহার দেওয়া স্যানিটাইজার স্প্রে মেশিনটি কুঠিবাড়ীর প্রবেশপথে স্থাপন

অনুষ্ঠান আয়োজন:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকী পালন:
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ আগষ্ট ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিকাল ৩ টায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সভাকক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। শহীদ শেখ কামালের ৭১ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বাদ আসর ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এম এম দত্তবাড়ি সাগরদাঁড়ি, যশোরে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে দোয়া ও আলোচনা অনুষ্ঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাটে দোয়া অনুষ্ঠান

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭১তম জন্মবার্ষিকীতে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাড়ি, যশোরে দোয়া অনুষ্ঠান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালনঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সহধর্মিণী ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৮ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বিকাল ৪টায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সভাকক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বঙ্গমাতার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণাদায়ী এই মহীয়সী নারীর কর্মভূমিকা সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নেন এ কার্যালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিববের জন্মবার্ষিকী স্মরণে ৮ আগষ্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ বাদ জোহর ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বাগেরহাট জাদুঘরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীসহ স্থানীয় মুসল্লীগণ অংশগ্রহণ করেন। ত্যাগ ও সুন্দরের সাহসী প্রতীক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এম এম দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ী, যশোরে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে কাস্টোডিয়ান এর কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়ায়ও আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনায় আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৯০তম জন্মবার্ষিকীতে ষাটগম্বুজ মসজিদে দোয়া ও মিলাদ অনুষ্ঠান

দ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ হস্তান্তর অনুষ্ঠানঃ

১০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১০ টায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১০ পর্যায়ের সেরা কর্মচারী হিসেবে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়সমূহের মধ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সহকারী পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান এবং গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১০ পর্যায়ের সেরা কর্মচারী হিসেবে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে সমূহের মধ্যে বাগেরহাট জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান গোলাম ফেরদৌসকে এবং ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সকাল ১১.৩০ টায় গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-১০ পর্যায়ের সেরা কর্মচারী হিসেবে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে সমূহের মধ্যে এম এম দত্তবাড়ি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান জনাব ফজলুল করিমকে (যিনি বর্তমানে পাহাড়পুর জাদুঘরের কাস্টেডিয়ান) শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৯-২০২০ হস্তান্তর করা হয়।

১০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার হস্তান্তর করা হয় সহকারী পরিচালক জনাব এ কে এম সাইফুর রহমান'কে।

১০ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার হস্তান্তর করা হয় কাস্টোডিয়ান জনাব গোলাম ফেরদৌস'কে।

১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের পক্ষ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার হস্তান্তর করা হয় কাস্টোডিয়ান জনাব ফজলুল করিম'কে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকার নির্দেশনা অনুযায়ী গত ১৫ আগষ্ট ২০২০খ্রিসটাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা এর নির্দেশনা অনুযায়ী এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে শোক দিবসের ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভার আয়োজন, দোয়া অনুষ্ঠান এবং খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।শোক দিবস উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়, খুলনার পক্ষ থেকে ২৯ টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট, এম.এম.দত্তবাড়ী, সাগরদাঁড়ি, যশোর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর, শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর ও আমঝুপি নীলকুঠি মেহেরপুর জাদুঘরে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। জাদুঘরসমূহের কাস্টোডিয়ান, সহকারী কাস্টোডিয়ান ও অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যে অথবা প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ । বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় সকাল থেকে ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে খতমে কোরআন পাঠ এবং দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ২০ টি অসহায় পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বৃক্ষরোপণ করা হয় ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসে (বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কামিনী ফুল গাছের দু'টি চারা রোপণ করা হয়)। কাস্টোডিয়ানের কার্যালয় এম এম দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ী, যশোর কার্যালয়ে কুরআন শরীফ খতম করা হয়। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। পরিশেষে স্থানীয় দরিদ্র মানুষদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ী কার্যালয়ের পক্ষ থেকেও কোরআন খানি, আলোচনা সভা ও শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। ২০ টি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, তেল, ডাব ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনায় সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনায় দোয়া অনুষ্ঠান

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনায় খাদ্য বিতরণ

বাগেরহাট জাদুঘরেরপ্রবেশ গেটে ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন

ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় কামিনী ফুলে চারা রোপন

বাগেরহাট জাদুঘরে ২০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়ার প্রবেশ গেটে ড্রপ ডাউন ব্যানার স্থাপন

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়ায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়ায় শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠান

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়ায় দরিদ্রদের মাঝে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ী দত্তবাড়িতে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ী দত্তবাড়ি সাগরদাঁড়ি, যশোরে দোয়া অনুষ্ঠান

মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ী সাগরদাঁড়ি, যশোরে দরিদ্রদেও মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি

বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দশ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে মোট ১৫০৫টি সুপারী গাছ ও ১১০টি তাল গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। যে সকল বৃক্ষের শিকড় মাটির অনেক গভীরে গিয়ে প্রত্নস্থলের ক্ষতি করে না, যে সকল বৃক্ষের ডালপালা পাঁচ/দশ মিটারের বেশি বিস্তার লাভ করে না, যে সকল বৃক্ষের পাতা বেশি ঝরে পড়ে না এবং অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রত্নস্থলের সীমানা প্রাচীর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পরিকল্পনা অসুযায়ী বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	জাদুঘরের নাম	বৃক্ষের সংখ্যা	
		সুপারী	তাল
১.	আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা	১০০ টি সুপারী	
২.	বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট	৩০০ টি সুপারী	১০০ টি তাল
৩.	এম.এম.দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোর	১৫০ টি সুপারী	১০ টি তাল
৪.	রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ কুষ্টিয়া	৩০০ টি সুপারী	
৫.	বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর, বরিশাল	০৫ টি সুপারী	
৬.	ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দির, কেশবপুর, যশোর	২৫০ টি সুপারী	
৭.	রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, খুলনা	৪০০ টি সুপারী	
		১,৫০৫ টি সুপারী	১১০ টি তাল
	সর্বমোট=	১,৬১৫ টি সুপারী ও তালের চারা	

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বিভাগীয় জাদুঘরের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন

বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন

রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলার ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ কুষ্টিয়ার ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন

ভরত ভায়না বৌদ্ধ মন্দির, কেশবপুর, যশোর ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন

(অক্টোবর ২০২০-ডিসেম্বর ২০২০)

প্রতিবেদিত সময়ে বিশেষ পরিদর্শনঃ

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এম পি এবং তাঁর সহধর্মিনী ড. সোহেলা আক্তার মহোদয় গত ২১ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভূক্ত পুরাকীর্তি ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বাগেরহাট জাদুঘর ও সাইট পরিদর্শন শেষে বাগেরহাট জাদুঘরের মন্তব্য বহিতে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভূক্ত পুরাকীর্তির সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব জনাব ডাঃ মীর আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার জনাব ফয়সল হাসান, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

"রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়ার সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি পরিদর্শনে ০৯ অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ কুষ্টিয়া জেলার শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব (প্রকল্প) মি. সঞ্জয় জৈন ও সহকারী হাই কমিশনার, রাজশাহী মি. সঞ্জীব কুমার ভাটী। এসময় এসডি, গণপূর্ত, কুষ্টিয়া, আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা ও রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর ভারপ্রাপ্ত কাস্টোডিয়ান উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা ড. মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার মহোদয় ১৭ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ৯টার সময় ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন।বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানীর মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি: পিটার ফারেন হোল্টজ গত ১২ নভেম্বর ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভূক্ত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন। তিনি ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদের অনুপম স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হন। তিনি মসজিদের সংরক্ষণ ও রক্ষনাবেক্ষণ কার্যক্রমেরও প্রশংসা করেন।প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব)

মহোদয় ৭ নভেম্বর ২০২০ তারিখ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এর অর্থায়নে জেলা প্রশাসক বাগেরহাট কর্তৃক বাস্তবায়িত ঐতিহাসিক ঘোড়াদীঘির উত্তরপাড়ে চলমান প্রকল্পের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন।বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এ. কে. এম আবদুল হাকিম মহোদয় ২৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ পরিদর্শন করেন। এ সময়ে তার পরিবারের ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কুষ্টিয়া সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান মহোদয় ৩০ নভেম্বও ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ কুষ্টিয়া জেলার সংরক্ষিত পুরাকীর্তি রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ পরিদর্শন করেন।

কক্সবাজার-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সায়মুন সারওয়ার কামাল এম পি ০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামী ০৪ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ তারিখ স্বত্রীক ভারত সরকারের সহযোগিতায়, প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়ার মাধ্যমে সম্পাদিতব্য "রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া" শীর্ষক প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: হান্নান মিয়া, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। মান্যবর হাই কমিশনারের সফরসঙ্গী হিসেবে সহকারী হাই কমিশনার, খুলনা, সহকারী হাই কমিশনার, রাজশাহী ও ভারতীয় হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব (প্রকল্প) উপস্থিত ছিলেন।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড: মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার (সম্প্রতি সচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন) মহোদয় ৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মেহেরপুর আমঝুপি নীলকুঠি প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান মহোদয় ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন।

স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি ১০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালীর মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Enrico Nunziata ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তিনি খানজাহান (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মসজিদের স্থাপত্যশৈলী দেখে মুগ্ধ হন এবং সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

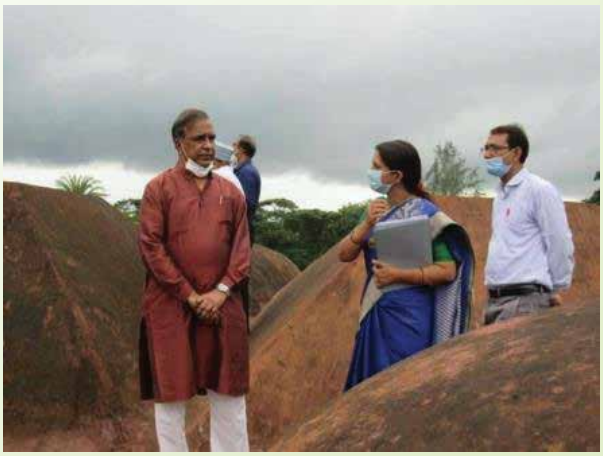

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি'র ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির মান্যবর রাষ্ট্রদূত মি: পিটার ফারেন হোল্টজের ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন	কক্সবাজার-৩ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সায়মুন সারওয়ার কামাল এম পির ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন	সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা ও সেবা বিভাগ, জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান মহোদয়ের রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ পরিদর্শন
খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড: মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার মহোদয়ের আমঝুপি নীলকুঠি প্রদর্শনী কেন্দ্র পরিদর্শন	বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর "রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া" শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন	বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর হাই কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর "রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া" শীর্ষক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন
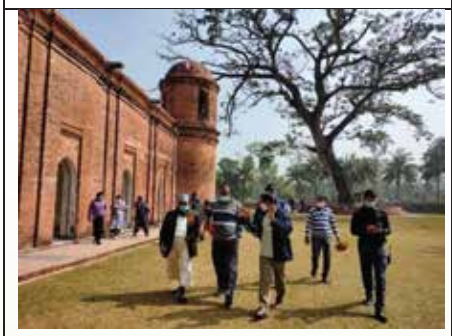		
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি'র ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি'র ষাট গম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন	বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালীর মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E. Mr. Enrico Nunziata এর ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন

প্রশিক্ষণ আয়োজন:

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সভাকক্ষে ২২ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ "অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, জরিপ ও অনুসন্ধান)" এর উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন জনাব আহমেদ শরীফ, প্রভাষক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস।

২১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নন গেজেটেড কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার ইএফটিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ডিসিএ, বয়রা,খুলনা জনাব মো. হাসানুজ্জামান।

১৩ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ "বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন-২০১১, সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং পেনশন সহজীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ই-চাকুরী বৃত্তান্ত (নতুন ফরম পূরণ এর নিয়মাবলী)" বিষয়সমূহের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা, সহকারী পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী মো. মুরাদ হোসেন এবং সাট মুদ্রাক্ষরিক, বিজয় কুমার ঘোষ।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে Google Meet এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়। তবে এ কার্যালয়ের কর্মচারী'গণ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সভাকক্ষে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে উপস্থিত হন।

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ

নন গেজেটেড কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার ইএফটিকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান (সুরক্ষা) আইন-২০১১

সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ বিষয়ে প্রশিক্ষণ

শহীদ বুদ্ধিজিবী দিবস পালনঃ বিভাগীয় জাদুঘর ভবন,খুলনায় আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের নীচতলায় আলোকচিত্র প্রদর্শনী

মহান বিজয় দিবস পালনঃ

মহান বিজয় দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বিভাগীয় জাদুঘর ভবন, ঐতিহাসিক ষাট গম্বুজ মসজিদ ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ ভবন সমূহ, রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, এম. এম. দত্তবাড়ী, সাগরদাঁড়ি, যশোর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর এর ভবন সমূহে আলোকসজ্জা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এ সময় আনসার সদস্যগণ গার্ড অব অর্নার প্রদান করে। রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট, এম.এম.দত্তবাড়ী, সাগরদাঁড়ি, যশোর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী শিলাইদহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর, শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর ও আমঝুপি নীলকুঠি মেহেরপুর জাদুঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মহান বিজয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় খুলনার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পক্ষ থেকে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারি প্রেক্ষাপটে

স্বাস্থ্যবিধি ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে গল্লামারী স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহের কাস্টোডিয়ানগণ তাঁদের জন্য নির্ধারিত স্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ । কার্যালয়ের প্রধান নির্দেশনা অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহ সকাল ৯.০০ টায় সাধারণ দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য খোলা হয়। স্বাস্থ্য বিধি মেনে বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা, শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, প্রবীণ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য বিনা টিকিটে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর পরিদর্শনের সুযোগ করে দেয়া হয়। ১৬ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সকল গ্রেডের কর্মচারী ও আনসার সদস্যদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন প্রকার খেলার আয়োজন করা হয়। খেলাধূলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ও খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ও খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

"Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অংশীজন সভা (Stakeholders Meeting)

২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখে যশোর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে ইউনেস্কো ও প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আয়োজনে "Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বৃহত্তর যশোর-খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নস্থানের সম্ভাব্য তালিকা হালনাগাদকরণ বিষয়ে একটি অংশীজন সভা (Stakeholders Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মো. হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব)। সভায় সভাপতিত্ব করেন যশোর জেলার সম্মানিত জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো: তমিজুল ইসলাম খান। কেশবপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব কাজী রফিকুল ইসলাম, মণিরামপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নাজমা খানম, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দু ব্যানার্জী, যশোর সরকারী এম এম কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ আবুল কাওছার, যশোর সরকারী মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আহসান হাবীব, যশোর সরকারী এম এম কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক কাজী আব্দুল হান্নান এবং অধ্যাপক আব্বাছ আলী, যশোর জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব আহমেদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), কেশবপুরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব নুসরাত জাহান এবং সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় মূল ভাবনা উপস্থাপন করেন আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আফরোজা খান মিতা। সভায় অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন এই প্রকল্পের ঘধঃরড়হধষ ঈড়হংঁষঃধহঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক স্বাধীন সেন।

"Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় যশোর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভা

"Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় যশোর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত অংশীজন সভায় অনলাইনের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের National Consultant জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন

ইনোভেশনঃ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার ইনোভেশন টিম এর কাজের আওতায় নির্মিত পোড়ামাটির ফলক গত ১০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পোড়ানো হয়েছে।

পোড়ামাটির ফলক পোড়ানোর পূর্বের আলোকচিত্র

পোড়ামাটির ফলক পোড়ানোর পরের আলোকচিত্র

(জানুয়ারী ২০২১- মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত)

প্রতিবেদিত সময়ে বিশেষ পরিদর্শনঃ

০১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয় সপরিবারে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক উপলক্ষ্যে ভারতের অর্থ সহায়তায় "শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" পরিদর্শনে আসেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: আতাউর রহমান মহোদয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: ফাহিমুল ইসলাম মহোদয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান।১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অতি. মহাপরিচালক অধ্যাপক (ডা.) মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা এম.এম. দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি জাদুঘর পরিদর্শন করেন।২০ ফেব্রুয়ারী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের ০৪ (চার) জন মহামান্য বিচারপতি বাগেরহাট জাদুঘর ও ষাটগম্বুজ মসজিদ পরিদর্শন করেন।

০৪ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে চলমান ১১৯তম ও ১২০তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ ও বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন করেন। ১৩ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ তারিখ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর বিচারপতি জনাব এ. এন. এম বসির উল্লাহ, বিচারপতি মোঃ হাবিবুল গনি, বিচারপতি মোহাম্মদ -উল্লাহ, বিচারপতি মোঃ বদরুজ্জামান, বিচারপতি মোহাম্মদ আলীসহ তাঁদের পরিবারবর্গ এম. এম. দত্তবাড়ি পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের ০৪ (চার) জন মহামান্য বিচারপতির বাগেরহাট জাদুঘর পরিদর্শন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর অতিঃ মহাপরিচালক অধ্যাপক (ডা.) মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরার মাইকেল মধুসুদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি পরিদর্শন

"শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসারিত উন্নয়ন কার্যক্রম" পরিদর্শন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: আতাউর রহমান মহোদয় ও যুগ্মসচিব জনাব মো: ফাহিমুল ইসলাম মহোদয়

অনুষ্ঠান আয়োজন:

চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন:

'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' এই শিরোনামে গত ১৫ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় খুলনা বিভাগীয় জাদুঘরে। ভারতের সহকারী হাইকমিশন, খুলনা কার্যালয় ও ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার (আইজিসিসি), ঢাকা, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সহযোগিতায় "বঙ্গবন্ধু: যুগের রাষ্ট্রনায়ক" শীর্ষক একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক। 'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' এই শিরোনামে তিন দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীতে ১২ জন চিত্র শিল্পীর আঁকা বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা পর্যায়ের ২৭ টি ছবি প্রদর্শিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' শিরোনামে চিত্র প্রদর্শনী

'বঙ্গবন্ধু শতাব্দীর মহান রাষ্ট্রনায়ক' শিরোনামে চিত্র প্রদর্শনীতে দর্শনার্থী

৩দিন ব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক

২৫ জানুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৭তম জন্মবার্ষিকীতে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ীতে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১৯৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় এর বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী রাত ১২.০১ মিনিটে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহ বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা বিনা টিকিটে উন্মুক্ত করা হয়।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

মাতৃভাষা ও ভাষার জন্য আত্মদানকারী বীর শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় ২১ ফেব্রুয়ারি,২০২১ তারিখ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে বাদ জোহর দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়ার প্রাচীন পুরাকীর্তি মিয়াবাড়ি মসজিদের সংস্কার পরবর্তী অনলাইনে উদ্বোধন করেন সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া মহোদয়

পিরোজপুর জেলার ভাণ্ডারিয়ার প্রাচীন পুরাকীর্তি মিয়াবাড়ি মসজিদের সংস্কার পরবর্তী অনলাইনে উদ্বোধন করেন সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনাব মো: তোফাজ্জল হোসেন মিয়া মহোদয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ কুষ্টিয়ায় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি যশোরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপলক্ষে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ কুষ্টিয়র শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উপলক্ষে ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাটে দোয়া অনুষ্ঠান

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে জাদুঘরসমূহে দর্শনার্থী

মুজিব কর্ণার হালনাগাদকরণঃ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৮টি জাদুঘরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের ২.৫ এ প্রত্নতাত্ত্বিক লাইব্রেরীতে "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু" গ্যালারী স্থাপন ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহের "মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু" গ্যালারী স্থাপন ও হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার হালনাগাদকরণ, আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়, খুলনা

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার হালনাগাদকরণ, মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি সাগরদাঁড়ি, যশোর

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার হালনাগাদকরণ, রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, খুলনা

মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু কর্ণার হালনাগাদকরণ, আমঝুপি নীলকুঠি, মেহেরপুর

অনুষ্ঠান আয়োজনঃ

৭ ই মার্চ পালন

মুজিববর্ষে প্রথমবারের মত জাতীয় দিবস হিসেবে 'ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ' ২০২১ উদযাপনের অংশ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনাসহ নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও আলোকসজ্জা করা হয়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে খুলনা বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্কর্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়।

৭ই মার্চ ২০২১ এ জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ পালনঃ

জাতীয় পতাকা উত্তোলন: মুজিব শতবর্ষের শুভলগ্নে সূযোর্দয়ের সাথে সাথে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার পক্ষ থেকে আঞ্চলিক পরিচালক জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাট, মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোর এবং রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে স্বাধীনতার মহান স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর, চাখার, বরিশাল ও বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, ফুলতলা, খুলনা এবং আমঝুপি নীলকুঠি জাদুঘরেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার পক্ষ থেকে খুলনা বেতার ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল এ পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে পুষ্পস্তবক তৈরী করা হয়। ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বাগেরহাট জাদুঘরের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া, বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর এবং রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি, ফুলতলা, খুলনা জাদুঘরের পক্ষ থেকে ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। "দাবায় রাখতে পারবা না"- এই শ্লোগানকে উপজীব্য করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালক এর কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুঘরসমূহে বাগেরহাট জাদুঘর, এম. এম. দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোর এবং বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরে ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আয়োজনে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের মানুষদের ছবি সহযোগে বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার নীচতলার গ্যালারীতে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।

১৭ ই মার্চ ২০২১ এ আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক কার্যালয়ের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে মাইকেল মধুসুদন দত্তবাড়ি সাগরদাঁড়ির পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে বাগেরহাট জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে রবীন্দ্র কুঠি বাড়ি জাদুঘরের আলোচনা অনুষ্ঠান

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে মাইকেল মধুসুদন দত্তবাড়িতে দোয়া অনুষ্ঠান

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আলোকসজ্জা আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় ও বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আলোকসজ্জা বাগেরহাট জাদুঘর

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আলোকসজ্জা মাইকেল মধুসুদন দত্তবাড়ি

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আলোকসজ্জা রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

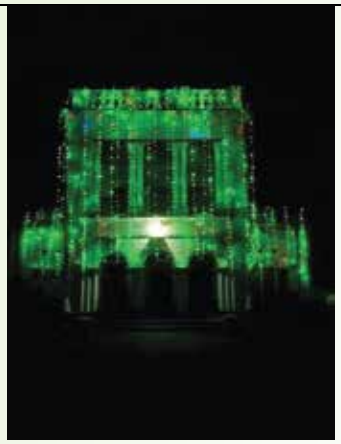

১৭ ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, দক্ষিণডিহি

১৭ মার্চ এর আলোকচিত্র প্রদর্শনী, আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় ও বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের ড্রপ ডাউন ব্যানার

২৫ মার্চ পালন:

২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা এ বরিশাল বিভাগের সভাকক্ষে বিকেল ৪ টায় আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস উপলক্ষে কাস্টোডিয়ানের কার্যালয়, বাগেরহাট জাদুঘর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ কুষ্টিয়া এবং এম.এম দত্তবাড়ি, সাগরদাড়ি, যশোর কর্তৃক স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণপূর্বক গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা সভা এবং শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে দোয়া অনুষ্ঠান

২৬ মার্চ পালন:

জাতীয় পতাকা উত্তোলন: ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সূযোর্দয়ের সাথে সাথে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বাগেরহাট জাদুঘর, বাগেরহাটে, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি শিলাইদহ, কুষ্টিয়ায় এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোরের পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শের-ই-বাংলা স্মৃতি জাদুঘর, চাখার, বরিশাল ও বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রবীন্দ্র স্মৃতি ভবন, ফুলতলা, খুলনা এবং আমঝুপি নীলকুঠি জাদুঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

পুষ্পস্তবক অর্পণ: ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার পক্ষ থেকে গল্লামারী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা কর্তৃক নিজস্ব উদ্যোগে পুষ্পস্তবক তৈরী করা হয়। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, বাগেরহাট এর উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বাগেরহাট জাদুঘরেরপক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ি, সাগরদাঁড়ি, যশোর, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি, শিলাইদহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী: ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আয়োজনে বিভাগীয় জাদুঘর, খুলনার নীচতলার গ্যালারীতে মাসব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।
আলোকসজ্জাকরণ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শততম জন্মবার্ষিকীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।

জাদুঘর পরিদর্শন: ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণাধীন সকল জাদুঘরসমূহ বীর-মুক্তিযোদ্ধা, শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সকাল-সন্ধ্যা বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হয়।

দোয়া মাহফিল এর আয়োজন: মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে পবিত্র জুম্মাবাদ ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদে দোয়া মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন কর হয়।

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে বাগেরহাট জাদুঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনার পুষ্পস্তবক অর্পণ

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্তবাড়ির পুষ্পস্তবক অর্পণ

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে বাগেরহাট জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

২৬ মার্চ ২০২১ উপলক্ষে বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘরের পুষ্পস্তবক অর্পণ

২৬মার্চ এর আলোকচিত্র প্রদর্শনী আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়, খুলনা

২৬ মার্চের মিলাদ মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠান, ষাটগম্বুজ মসজিদ

২৬ মার্চের আলোকসজ্জা, আমঝুপি মেহেরপুর

২৬ মার্চের আলোকসজ্জা, রবীন্দ্র কুঠিবাড়ী প্রাঙ্গনে নির্মিত ক্যাফেটেরিয়া

উন্নয়ন মেলা:

"স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ": বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিববর্ষে দেশের এ অর্জন অত্যন্ত গৌরবের এবং সম্মানজনক। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় "স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" উদযাপন কর্মসূচীর আওতায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ 'কোভিড ১৯ এর জন্য অনুসরণযোগ্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে' র‍্যালী ও সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে।

"স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" উদযাপন কর্মসূচীর র‍্যালিতে অংশগ্রহণ

"স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" উদযাপন কর্মসূচীর মেলায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনার স্টল

"স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশে থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" উদযাপন কর্মসূচীর মেলায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনার স্টলে আগত শিশু দর্শনার্থী

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন:

১১ জানুয়ারী ২০২১ তারিখে কেশবপুর উপজেলার ডালিঝাড়া প্রত্নঢিবিতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ শুরু হয়। এখানে গত অর্থ-বছরে খননের ফলে একটি বৌদ্ধবিহার উন্মোচিত হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে খননের ফলে বিহারের ভেতরে কোর্টইয়ার্ড, কোর্টইয়াডের কেন্দ্রে কেন্দ্রিয় মন্দির, এপসাইডাল আকৃতির প্রবেশপথ আবিষ্কৃত হয়। এছাড়াও বিহারের পশ্চিম বাহুর বাইরের বারান্দার মেঝের নিচে কার্বোনইজড চালের মোটা স্তর উন্মোচিত হয়েছে। সর্বমোট ৯৬টি বর্গ আংশিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ডালিঝাড়া প্রত্নঢিবিতে চলমান খনন কাজ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ডালিঝাড়া প্রত্নঢিবিতে চলমান খনন কাজ

ডালিঝাড়া বৌদ্ধবিহারে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

ডালিঝাড়া বৌদ্ধবিহার খননে উন্মোচিত এপসাইডাল আকৃতির প্রবেশপথ

প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানঃ

২০ মার্চ ২০২১ তারিখ পাইকগাছা উপজেলার কপিলমুনিতে জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় কেশবপুর ও পাইকগাছা উপজেলার জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় চলমান প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ

পাইকগাছা উপজেলার শ্রীরামপুর ঢিবি/দমদম ঢিবি জরিপ ও অনুসন্ধান

পাইকগাছায় জরিপ চলাকালীন স্থানীয় যোগাযোগ

(এপ্রিল ২০২১-জুন ২০২১)

Archaeologies of deltaic ecology: Relevant methods and techniques for engaging with human and non-human interaction in Southwestern part of Bangladesh শীর্ষক ৮ দিন ব্যাপি ওয়েবিনার সিরিজ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকরে কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ আয়োজিত ওয়েবিনার সিরিজ গত ৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ থেকে শুরু হয়ে ২০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। Archaeologies of deltaic ecology: Relevant methods and techniques for engaging with human and non-human interaction in Southwestern part of Bangladesh শীর্ষক ওয়েবিনার সিরিজ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ

এমপি। বিশেষ অতিথি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন। সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মো. আতাউর রহমান। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। ওয়েবিনার সিরিজের সম্মানিত বক্তা হিসেবে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন গুডব্রেড, যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যারল এল ক্র্যামলি, যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল এস স্টেকলার, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস, বাংলাদেশ এর ড. মমিনুল হক সরকার, ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপ্রিয়া বসাক, অধ্যাপক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, উত্তরণের জনাব শহীদুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের আঞ্চলিক পরিচালক এ কে এম সাইফুর রহমান। দেশ ও বিদেশের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, মানবিক বিদ্যা এবং সমাজ বিজ্ঞানের গবেষক ও শিক্ষার্থীগণ এই ওয়েবিনার সিরিজে যুক্ত হয়েছেন। সেশনগুলোতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরেট রির্সাচ ফেলো ড. ওয়াহিদ পলাশ, যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ্যান্ড্রু বায়র, অধ্যাপক মুদিত ত্রিবেদি, ভারতের শিব নাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদেষ্ণা গুহ, সাংবাদিক গোলাম ইফতেখার মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যাথলিন ডি. মরিসন।

ওয়েবিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: বদরুল আরেফীন। সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রেখেছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ক্যারল এল ক্র্যামলি, অধ্যাপক মাইকেল স্টেকলার এবং অধ্যাপক ড. বিষ্ণুপ্রিয়া বসাক। অনুষ্ঠানে সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. আতাউর রহমান (যুগ্ম-সচিব)। সমাপনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আফরোজা খান মিতা।

৪ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ওয়েবিনার সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি

ওয়েবিনার সিরিজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আঞ্চলিক পরিচালক আফরোজা খান মিতা

ওয়েবিনার সিরিজের প্রথম দিনের সম্মানিত বক্তা, যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যানডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভেন গুডব্রেড

ওয়েবিনার সিরিজের দ্বিতীয় সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়

ওয়েবিনার সিরিজের তৃতীয় সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস, বাংলাদেশ এর গবেষক ড.মমিনুল হক সরকার

ওয়েবিনার সিরিজের চতুর্থ সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল এস স্টেকার

ওয়েবিনার সিরিজের পঞ্চম সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাতক্ষীরার তালা উপজেলার প্রতিষ্ঠান উত্তরণের পরিচালক জনাব শহীদুল ইসলাম

ওয়েবিনার সিরিজের শেষ দিনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. স্বাধীন সেন

ওয়েবিনার সিরিজের সপ্তম সেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চ্যাপেল হিলের নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যারল এল ক্র্যামলি

ওয়েবিনার সিরিজের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: বদরুল আরেফীন

ওয়েবিনার সিরিজের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভামুখ্যের দায়িত্ব পালন করেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. আতাউর রহমান (যুগ্ম-সচিব)

ওয়েবিনার সিরিজের সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রেখেছেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান

ভার্চুয়াল প্রদর্শনী

প্রথমবারের মতো ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ কর্তৃক যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ডালিঝাড়া বৌদ্ধ বিহারে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে ভার্চুয়াল প্রদর্শনী গত ১০ জুন ২০২১ তারিখ থেকে শুরু হয়। ভার্চুয়াল প্রদর্শনীটি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়।

১০ জুন ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্রদর্শনী আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়

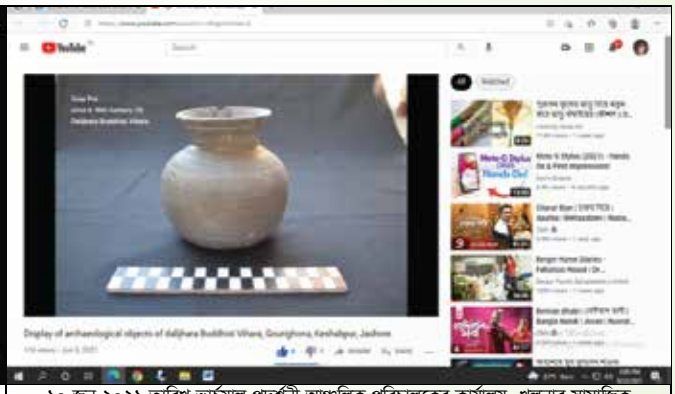

১০ জুন ২০২১ তারিখ ভার্চুয়াল প্রদর্শনী আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ইউটিউব চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে খানজাহান (র:) বসত ভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। খননের ফলে চুন-সুরকির মোটা মেঝে, দেয়াল, মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ইত্যাদি উন্মোচিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম -খান জাহানের (রহ.) বসতভিটা , বাগেরহাট

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রম -খান জাহানের (রহ.) বসতভিটা , বাগেরহাট

প্রশিক্ষণ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আয়োজনে বিভিন্ন গ্রেডের সকল কর্মচারীদের জন্য গত ১৯ ও ২০ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ দুদিনব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও যুগ্মসচিব জনাব মো. আতাউর রহমান মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ এবং গুরুতর আহত হওয়ার ক্ষেত্রে স্থায়ী অক্ষমতাজনিত আর্থিক অনুদান নীতিমালা, ২০১৩ এবং সরকারী কর্মচারী (চিকিৎসা সুবিধা) বিধিমালা, ১৯৭৪, ইনোভেশন, শুদ্ধাচার, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নাগরিক সেবা প্রদান এবং অফিস পদ্ধতি, অডিট আপত্তি, সরকারি বাসা ভাড়া সংক্রান্ত অন্যান্য নির্দেশাবলী এবং কর্মচারীদের অফিসে পরিধেয় পোশাক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন খন্দকার মো: মাহাবুবুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন), সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা, মু: বিল্লাল হোসেন খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, খুলনা, আহমেদ জিয়াউর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর, আফরোজা খান মিতা, আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা, এ কে এম সাইফুর রহমান,

আঞ্চলিক পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম, মো: হাসানুজ্জামান, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার, বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিস, বয়রা, খুলনা, উর্মিলা হাসনাত, গবেষণা সহকারী, মো: শাহিন রেজা, হিসাব সহকারী কাম ক্যাশিয়ার, মো: খোদাবক্স, ক্যাশ সরকার, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা।

২০ মে আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন প্রশিক্ষণে ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০ মে আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অডিট আপত্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

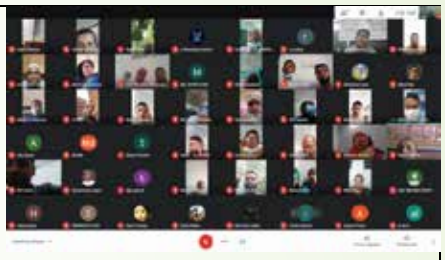

২০ মে আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন প্রশিক্ষণ

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় চট্রগ্রামের কার্যক্রম

১.কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন (১৬ জুলাই ২০২০)।

কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাধীন জয়পুর ইউনিয়নের পূর্ব কাশিপুর গ্রামস্থ ১১৭ বছরের গৌরি মঠ ও হরিশ্চন্দ্র জমিদার বাড়ি, এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুমিল্লা-২ আসনের সাংসদ জনাব সেলিমা আহমেদ এর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা এর একটি টিম গত ১৬ তারিখে উক্ত প্রত্নস্থলটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মঠটির পাশাপাশি জমিদার বাড়ি ও পুরাতন মন্দিরটিরও ডকুমেন্টেশন করেন। পরিদর্শন টিমের সদস্যরা হলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমানে, ফিল্ড অফিসার জনাব মো. শাহিন আলম গবেষণা সহকারী জনাব মো. ওমর ফারুক , সার্ভেয়ার জনাব চাই থোয়াই মারমা প্রমুখ। পরিদর্শনকালে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের টিমের সাথে উপস্থিত ছিলেন জয়পুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ তাইজুল ইসলাম মোল্লা, জমিদার হরিশ্চন্দ্র কর্মকারের বংশধরসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।পরিদর্শন টিম ডকুমেন্টেশন শেষে আঞ্চলিক কর্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেন।

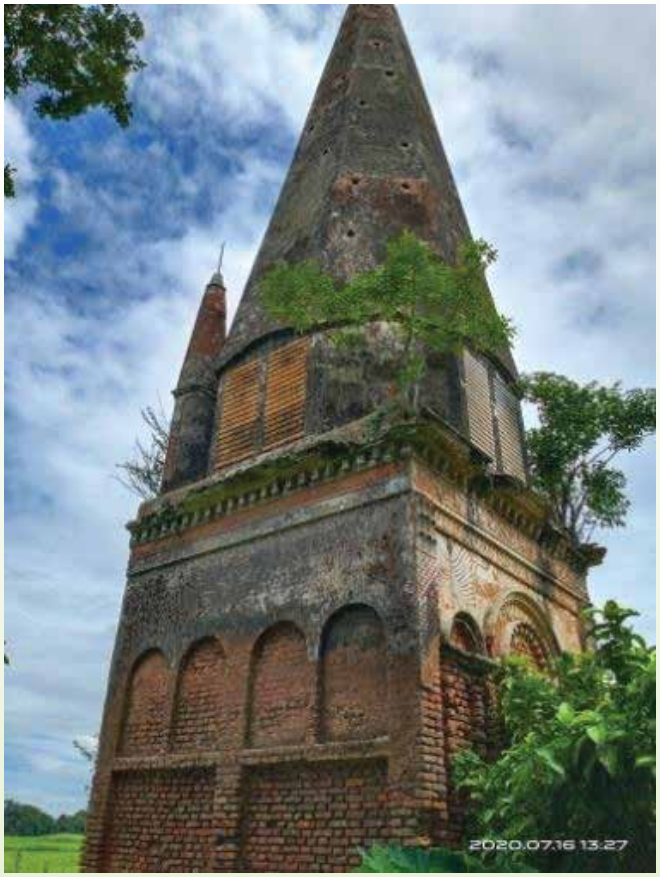

চিত্র ১: কুমিলা জেলার হোমনা উপজেলাধীন গৌরি মঠ

চিত্র ২: কুমিলা জেলার হোমনা উপজেলাধীন হরিশ্চন্দ্র জমিদার বাড়ি

২. কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন বিজয়পুর ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামের শিকারপুর মঠ ও মধ্যম বিজয়পুর গ্রামস্থ গুচ্ছ মঠ পরিদর্শন (১৮ জুলাই ২০২০)।

কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন বিজয়পুর ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামের শিকারপুর মঠ ও মধ্যম বিজয়পুর গ্রামস্থ গুচ্ছ মঠ(৫টি) গুলো এখনো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মঠগুলোর কারুকাজ,কাঠামো,নির্মাণশৈলী প্রভৃতি বিচার বিশ্লেষণ করে বুঝা যায, এগুলো লেইট মুগল বা আর্লি ব্রিটিশ পিরিয়ডের। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা এর একটি টিম গত ১৮ তারিখে উক্ত প্রত্নস্থলটি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে পরিদর্শন টিম গুচ্ছ মঠগুলোর ডকুমেন্টেশন করেন। পরিদর্শন টিমের সদস্যরা হলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, ফিল্ড অফিসার জনাব মো. শাহীন আলম ও গবেষণা সহকারী জনাব মো. ওমর ফারুক প্রমুখ।

চিত্র ৩: কুমিলা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলাধীন শিকারপুর মঠ ও মধ্যম বিজয়পুর গ্রামস্থ গুচ্ছ মঠ পরিদর্শন ।

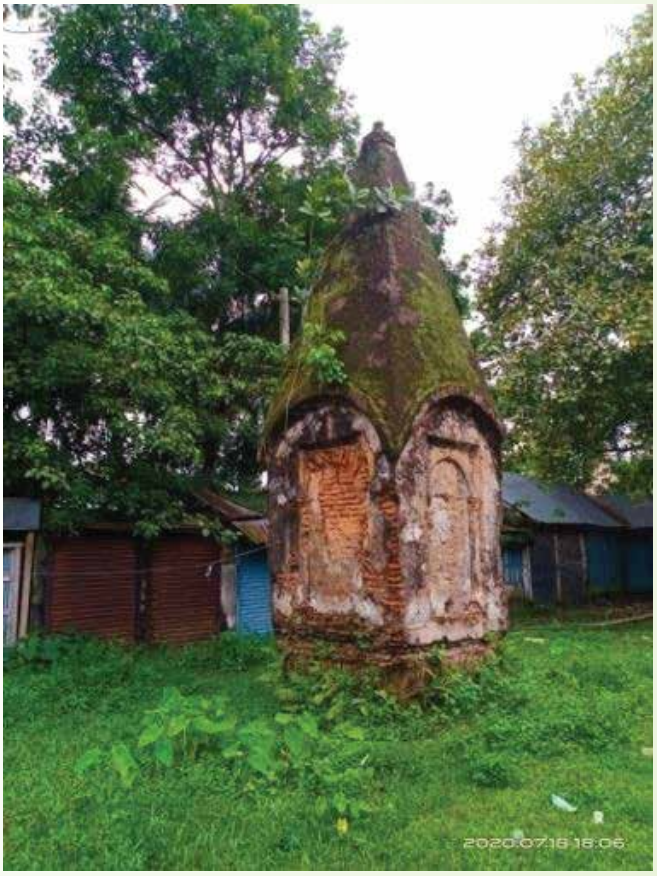

চিত্র ৪: মধ্যম বিজয়পুর গ্রামস্থ গুচ্ছ মঠের অংশ বিশেষ।

৩. মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা টিলা মাউন্ড, জুড়ী উপজেলার সাগরনালের দিঘীর পাড় ও রাজনগর উপজেলার পশ্চিমবাগে এ প্রাথমিক অনুসন্ধান (২৫-২৮ জুলাই,২০২০)।

গত ২৫-২৮ জুলাই, ২০২০ তারিখে আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর, কুমিল্লা কর্তৃক ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল কথিত চন্দ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তব অবস্থানের খোঁজে মৌলভীবাজার জেলাধীন কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা টিলা মাউন্ড, জুড়ী উপজেলার সাগরনালের দিঘীর পাড় ও রাজনগর উপজেলার পশ্চিমবাগ পরিদর্শন করেন।

চিত্র-৫: ভাটেরা টিলার স্তূপাকারে সজ্জিত মৃৎ পাত্রের ভাংগা অংশ।

চিত্র-৬: ভাটেরা টিলায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু।

চিত্র-৭: সাগর নাল ইউনিয়নের দয়ালের বাড়িতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু।

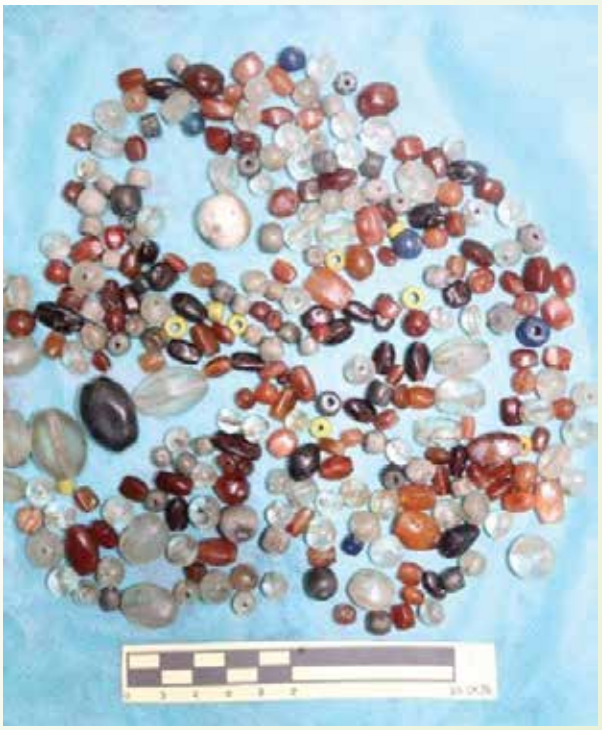

চিত্র-৮: সাগর নাল ইউনিয়নের মাস্টার বাড়ির পুকুরে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু।

চিত্র-৯: পশ্চিমবাগ পালবাড়িতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু।

চিত্র-১০: পরিদর্শন টিমের সদস্য ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গ।

৪. জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপন (১৫ আগস্ট ২০২০)।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় ও ময়নামতি জাদুঘর, কাস্টোডিয়ান কার্যালয় এর পক্ষ থেকে ময়নামতি জাদুঘরের মুজিব কর্ণারে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো আতাউর রহমান মহোদয়ের নেতৃত্বে আঞ্চলিক কার্যালয় হতে অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ একটি শোক র‍্যালী বের করে। পরে স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসের প্রথম ভাগের কাজ শেষ হয়। দিবসের দ্বিতীয়ভাগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

চিত্র ১২: শোক দিবসে শোক র‍্যালী

চিত্র ১৩: শোক দিবসে পুষ্পস্তবক অর্পন

৫. বান্দরবান শহরস্থ রাজগুরুবৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন (১৬ আগস্ট ২০২০)।

গত ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখে কুমিল্লা আঞ্চলিক দপ্তর ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ২ জন শিক্ষকসহ গঠিত একটি টিম বান্দরবান শহরস্থ রাজগুরুবৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পরিদর্শন টিম বিহারের বুদ্ধ মূর্তিগুলোর প্রাচীনত্ব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

চিত্র ১৫: পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ

চিত্র ১৬: বুদ্ধ মূর্তি

৬. মহাপরিচালক মহোদয়ের কুমিল্লা আঞ্চলিক দপ্তরের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি পরিদর্শন (৪-৬ সেপ্টেম্বর)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) জনাব মো. হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব) গত ৪-৬ সেপ্টেম্বর কুমিল্লা আঞ্চলিক দপ্তরের সংরক্ষিত বিভিন্ন পুরাকীর্তি পরিদর্শন করেন। তিনি কুমিল্লার শচীন দেববর্মণের বাড়ী ,রাণী কুঠির, শালবন বিহার, ইটাখোলা মুড়া মন্দির ও বিহার, রুপবান মুড়া মন্দির ও বিহার, লাকসামের নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ি ও লক্ষ্মীপুরের দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ণ জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

চিত্র ১৭: শচীন দেব বর্মনের বাড়ি পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক মহোদয়

চিত্র ১৮: নবাব ফয়জুন্নেছা জমিদার বাড়ি পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক মহোদয়

চিত্র ২০: লক্ষ্মীপুর দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ন জমিদার বাড়ি পরিদর্শনকালে মহাপরিচালক মহোদয়

৭. ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

আঞ্চলিক দপ্তর,কুমিল্লা, ময়নামতি জাদুঘর ও জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের বিভিন্ন গ্রেডেরে কর্মচারীদের মধ্যে গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আশিক সরকার লিফাত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো আতাউর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক। কোর্স সমন্বয়কের দ্বায়িত্ব পালন করেন সার্ভেয়ার চাইথোয়াই মার্মা।

চিত্র ২২: ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন গ্রেডেরে কর্মচারীবৃন্দ।

চিত্র ২৩: ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণে আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো আতাউর রহমান মহোদয়

৮. কুমিল্লায় ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি পরিদর্শন (২১ সেপ্টেম্বর ২০২০)।

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক একটি পরিদর্শন টিম ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি পরিদর্শন করেন।

চিত্র ২৪: ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি

চিত্র ২৫: ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ি পরিদর্শন ।

৯. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) হতে ৫টি কালো পাথরের মূর্তি সংগ্রহ (৫ অক্টোবর, ২০২০)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা ও ময়নামতি জাদুঘর কর্তৃক অদ্য ০৫/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) হতে ৫টি কালো পাথরের মূর্তি সংগ্রহ করা হয়। মূতি হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লেঃ কর্ণেল মোঃ কামরুজ্জামান, পরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি)। এ সময় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক ড. মোঃ আতাউর রহমান, ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান হাসিবুল হাসান সুমি, ফেনী ব্যাটালিয়ান ৪ এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও আঞ্চলিক দপ্তরের গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক। মূর্তিগুলো সংগ্রহ শেষে আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয় লেঃ কর্ণেল মোঃ কামরুজ্জামানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে মূর্তিগুলো সংগ্রহ করার পর তা ময়নামতি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

সংগৃহীত কষ্টি পাথরের মূর্তি

সংগৃহীত কষ্টি পাথরের মূর্তি

সংগৃহীত কষ্টি পাথরের মূর্তির ভাঙ্গা অংশ

সংগৃহীত কষ্টি পাথরের মূর্তি

সংগৃহীত কষ্টি পাথরের পাটা

চিত্র ৩১: ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) হতে মূর্তি সংগ্রহের সময় আঞ্চলিক পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তারা

চিত্র ৩২: ফেনী ব্যাটালিয়ন (৪ বিজিবি) হতে মূর্তি সংগ্রহের পর ময়নামতি জাদুঘরে অবস্থান

১০. আইসিটি ডেভেলপমেন্ট, এপিএ ও সাইট ব্যবস্থাপনাঃ প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ (১১ নভেম্বর ২০২০)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক অদ্য ১১/১১/২০২০ খ্রি. তারিখে দিনব্যাপী এপিএ ও আইসিটি ডেবেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। "আইসিটি ডেভেলপমেন্ট " বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সহকারী পরিচালক জনাব আশিক সরকার লিফাত ও "এপিএ" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. আব্দুল করিম।এছাড়া আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান "সাইট ব্যবস্থাপনাঃ প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ" বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আঞ্চলিক অফিস, ময়নামতি জাদুঘর অফিস ও আগ্রাবাদ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর অফিসের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৩৩: প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী।

চিত্র ৩৪: প্রশিক্ষণ চলাকালীন।

১১. Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh বিষয়ে কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা অঞ্চলের শালবন বিহার ও তৎসংলগ্ন প্রত্নস্থানের সম্ভাব্য তালিকা হালনাগাদকরণ বিষয়ে অনুষ্ঠিত অংশীজন (ঝঃধশবষড়ষফবৎং গববঃরহম) সভার (১১ নভেম্বর ২০২০)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক ময়নামতি জাদুঘর রেস্ট হাউসে ইউনেস্কোর সম্ভাব্য তালিকাভুক্তি করার জন্য ২২/১১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে একটি অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব), সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, উপস্থাপনা করেন ড. মোঃ আমিরুজ্জামান, উপপরিচালক (প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ), ঢাকা। এছাড়া অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, Updating the UNESCO Tentative List of Bangladesh বিষয়ে কর্মসূচির আওতায় কুমিল্লা অঞ্চলের শালবন বিহার ও তৎসংলগ্ন প্রত্নস্থানের সম্ভাব্য তালিকা হালনাগাদকরণ বিষয়ে অংশীজন (Stakeholders Meeting) সভায় World heritage expert হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ম্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর শরীফ শামস্ ইমন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর স্বাধীন সেন প্রমূখ, জেলা প্রশাসকের পক্ষে এডিসি জেনারেল জনাব মোঃ নুরংজ্জামান, উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব গোলাম ছরোয়ার, সেনাবাহিনী, কুমিল্লার প্রতিনিধি সিইও জনাব ওয়ালিউজ্জামান, বিজিবির সেক্টর কমান্ডারের পক্ষে জনাব মাহবুবুর রহমান সহকারী পরিচালক, সদর দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সুবাসিশ ঘোষ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রবীর কুমার,কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ সোহরাব উদ্দীন, জনাব মোঃসাদেক উজ্জামান তনু, জনাব মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, জনাব নিয়ামুল হুদা,জনাব মুর্শেদ রায়হান প্রমুখসহ ঐতিহ্য কুমিল্লা চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর আলম ইমবুলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও গনমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভার আগে কুমিল্লা সেনানিবাসের ভিতরে বিভিন্ন সাইট পরিদর্শনসহ স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জনাব মো.সাজ্জাদ হোসেন প্রমুখের -এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন। অংশীজন সভায় (ঝঃধশবষড়ষফবৎং গববঃরহম) ম্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডক্টর শরীফ শামস্ ইমন বলেন,শুধু জাঁকজমক পূর্ণ স্থাপনাই যে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় আসে তা নয়, অনেক সাধারণ বা ছোট স্থাপনাও বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় আসতে পারে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব) বলেন, সকল ডিপার্টমেন্টের সাথে সমন্বয় করে তাঁর দপ্তর কাজ করবেন।তিনি আরো বলেন, ভোগ দখলে থাকা কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য সরকার প্রয়োজনে সংরক্ষিত করবে; তাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হবে না বরং কারো ক্ষতি না করেই তিনি প্রত্নস্থল গুলোকে টিকিয়ে রাখতে চান।

চিত্র ৩৫: স্টেশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জনাব মো.সাজ্জাদ হোসেন এর সাথে মতবিনিময়

চিত্র ৩৬: কুমিল্লা সেনানিবাসের ভিতরে প্রত্নস্থল পরিদর্শন

চিত্র ৩৭: কুমিল্লা সেনানিবাসের ভিতরে প্রত্নস্থল পরিদর্শন।

চিত্র ৩৮: অংশীজন সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

চিত্র ৩৯: অংশীজন সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ।

চিত্র ৪০: অংশীজন সভায় উপস্থিত প্রধান অতিথি মোঃ হান্নান মিয়া (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, এর বক্তব্যকালীন।

১২. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান (২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.)।

গত ২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে ২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রত্নতাত্ত্বিবক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ শেষ হয়েছে। পেকুয়া, চকরিয়া ও কুতুবদিয়ায় জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হবে। উল্লেখ্য, জরিপ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন মোঃ কামাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার।

চিত্র ৪৩: মোঃ কামাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার মহোদয় কর্তৃক ফিতা কেটে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান-২০২০-২১ এর শুভ উদ্বোধন।

চিত্র ৪৫: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান দল।

চিত্র ৪৬: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে সনাক্তকৃত কথিত বৃটিশ বাংকার।

চিত্র ৪৭: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে সনাক্তকৃত কুদুমগুহা।

চিত্র ৪৮: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে সনাক্তকৃত জাদি মুড়া।

১৩. শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০ (১৪ ডিসেম্বর ২০২০)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা সকাল ৬.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। সকাল ৯ ঘটিকায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লা প্রাঙ্গণে শহীদ ডিসি এ কে এম সামশুল হক খান স্মৃতি ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকাল ৪.০০ ঘটিকার সময় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় উপস্থিত বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীরা তাদের আলোচনার মাধ্যমে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের অবদানের কথা তুলে ধরেন। সমাপনী বক্তৃতায় আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান বলেন, আজকের এই দিনে বাঙালি জাতির যে ক্ষতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী করেছিল, তার জন্যে এ দেশীয় দোসর আলবদর রাজাকারেরাও সমানভাবে দায়ী এবং তাদের উত্তরসুরীরা এখনো তৎপর রয়েছে। সুতরাং আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং দেশকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

পরিশেষে ময়নামতি জাদুঘর জামে মসজিদের পেশ ইমাম ও অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার শান্তি কামনা ও দেশবাসীর জন্যে দোয়া করেন।

দিনব্যাপী এ খন্ড অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সংযুক্ত) রিফাত হাসান তরিকুল, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক, সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরীসহ অত্র দপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৪৯: জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

চিত্র ৫০: পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

১৪. মহান বিজয় দিবস-২০২০ পালন (১৬ ডিসেম্বর, ২০২০)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক মহান বিজয় দিবস-২০২০ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক দিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৬.৩০ ঘটিকার সময় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় । পরবর্তীতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুমিল্লার সাথে সমন্বয় করে কুমিল্লা টাউন হলের সামনে অবস্থিত শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিকাল ১.৪৫ ঘটিকার সময় আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় করে ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা সভায় আঞ্চলিক দপ্তরের সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরী মহান বিজয় দিবসের উপর আলোকপাত করেন। সন্ধা ৬ ঘটিকার সময় ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করা হয়। এতে আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ ও তাদের পরিবারে সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং দিনব্যাপী আয়োজিত মহান বিজয় দিবস-২০২০ এর কার্যক্রম শেষ হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সংযুক্ত) রিফাত হাসান তরিকুল, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক, সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরীসহ অত্র দপ্তরের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৫৫: জাতীয় পতাকা উত্তোলন

চিত্র ৫৭: পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে টাউন হল, কুমিল্লায় গমন।

১৫."জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন ও নৈতিকতা এবং অডিট আপত্তি" বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা (১৪/০১/২০২১)

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক ১৪/০১/২০২১ খ্রি. তারিখে আঞ্চলিক কার্যালয়ের সভাকক্ষে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন ও নৈতিকতা এবং অডিট আপত্তি" বিষয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাজাহান (অতিরিক্ত সচিব)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান। প্রশিক্ষণের প্রথম সেশনে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ শাজাহান (অতিরিক্ত সচিব)। ২য় সেশনে 'দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন ও নৈতিকতা' বিষয়ে আলোচনা করেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান। তৃতীয় সেশনে অডিট আপত্তি বিষয়ে আলোচনা করেন কুমিল্লা জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা আবুল বাশার। দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক দপ্তর, জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর,চট্টগ্রাম ও ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লা অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ। এছাড়া কোর্স সমন্বয়কের দ্বায়িত্ব পালন করেন আঞ্চলিক দপ্তরের গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন আঞ্চলিক দপ্তরের সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরী। প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ করা হয়। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য দিয়ে আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চিত্র ৬৫: প্রশিক্ষণার্থী।

চিত্র ৬৬: প্রশিক্ষক জনাব মোঃ শাজাহান (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক, বার্ড।

চিত্র ৬৭: প্রশিক্ষক ড. মো. আতাউর রহমান।

চিত্র ৬৮: প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট বিতরণ।

১৬.চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মূর্তি গ্রহণ (০৪/০২/২০২১ খ্রি.)

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক অদ্য ০৪/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে কোর্ট মালখানা অফিসার,ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ১টি ৬২ কেজি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ, ২টি কালো পাথরের মূর্তির ভাঙ্গা অংশ, ৪টি পিতলের মূর্তি ও ১টি দস্তার মূর্তি গ্রহণ করা হয়। এসব প্রত্নবস্তু হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন মোঃ মাসুদ পারভেজ, চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোঃ জাকি আল ফারাবী,ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট মালখানা ও সিনিয়র জুডিসিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট,ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সংবাদকর্মী। আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান হাসিবুল হাসান সুমি, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক, সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরী ও সংরক্ষণ ফোরম্যান অনয় মোহান্ত।

চিত্র ৬৯: চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মূর্তি গ্রহণ।

চিত্র ৭০: সংগৃহীত মূর্তি।

১৭. ২টি পিতলের মূর্তি গ্রহণ (১১/০২/২০২১)।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, কুমিল্লা কর্তৃক ১১/০২/২০২১ খ্রি. তারিখে চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি,কুমিল্লা থেকে ২টি পিতলের মূর্তি গ্রহণ করা হয়। এসব প্রত্নবস্তু হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব সোহেল রানা, চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,কুমিল্লা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন সংবাদকর্মী। আঞ্চলিক পরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড মো. আতাউর রহমান, ময়নামতি জাদুঘরের কাস্টোডিয়ান হাসিবুল হাসান সুমি, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক ও আলোকিচত্রকর নুরুজ্জামান।

চিত্র ৭১: চীপ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,কুমিল্লা হতে মূর্তি গ্রহণ।

চিত্র ৭২: সংগৃহীত মূর্তি।

চিত্র ৭৩: সংগৃহীত মূর্তি।

১৮. মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ পালন। (২১/০২/২০২১)

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২১ উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়,কুমিল্লা কর্তৃক কুমিল্লা টাউন হল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো: আতাউর রহমান,সহকারী প্রকৌশলী মো: রিফাত হাসান তরিকুল, গবেষণা সহকারী মো: ওমর ফারুক, গবেষণা সহকারী (সংযুক্ত) মো: সিয়াম চৌধুরী, গবেষণা সহকারী(সংযুক্ত) নূর মুহাম্মদ এবং আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ।

চিত্র ৭৪: পুষ্পস্তবক অর্পণ জন্য টাউন হল, কুমিল্লায় গমন।

চিত্র ৭৫: পুষ্পস্তবক অর্পণ।

১৯. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান -২০২০-২১,(চকরিয়া) (৩ মার্চ ২০২১ খ্রি. থেকে ১০ মার্চ ২০২১ খ্রি.)।

২০২০-২১ অর্থ বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজের অংশ হিসেবে গত ৩ মার্চ ২০২১ খ্রি. থেকে ১০ মার্চ ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করা হয়।

চিত্র ৭৬: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানকালীন ডকুমেন্টেশন।

চিত্র ৭৭: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানকালীন ডকুমেন্টেশন।

চিত্র ৭৮: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নস্থল।

চিত্র ৭৯: প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও অনুসন্ধানে প্রাপ্ত প্রত্নস্থল।

২০. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উদযাপন (১৭/০৩/২০২১)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পরে কুমিল্লা সদরের নগর শিশু উদ্যানে জাতির জনকের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক, সহকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরী সহ অত্র দপ্তরের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ।

চিত্র ৮০: জাতীয় পতাকা উত্তোলন

চিত্র ৮১: পুষ্পস্তবক অর্পণ

২১. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী , বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও কুমিল্লা জেলার প্রত্নস্থলসমূহের আলোকচিত্র প্রদর্শনী-২০২১ (২৫/০৩/২০২১)

গত ২৫/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ,কুমিল্লা কর্তৃক স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী,বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে শালবন বিহার গেইটে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী ও কুমিল্লা জেলার প্রত্নস্থলসমূহের আলোকচিত্র প্রদর্শনী-২০২১" আয়োজন করা হয়।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কুমিল্লা জেলার সুযোগ্য জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ড. মো: আতাউর রহমান আঞ্চলিক পরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর,চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ,কুমিল্লা । এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব শওকত ওসমান উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার,কুমিল্লা, জনাব মোহা: সাদেকুজ্জামান প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ,কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়,জনাব সুভাষীশ উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সদর দক্ষিণ কুমিল্লা,জনাব হাসিবুল হাসান সুমি কাস্টোডিয়ান,ময়নামতি জাদুঘর ও শালবন বিহার,উপসহকারী প্রকৌশলী রিফাত হাসান তরিকুল, গবেষণা সহকারী মোঃ ওমর ফারুক, সহাকারী কাস্টোডিয়ান (সংযুক্ত) মোঃ সিয়াম চৌধুরী, গবেষণা সহকারী (সংযুক্ত) নুর মুহাম্মদ প্রমুখ।

চিত্র ৮২: আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন

চিত্র ৮৩: প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কমিল্লা

চিত্র ৮৪: আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান।

চিত্র ৮৫: আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন।

২২. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। (২৫ মার্চ ২০২১)

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ, কুমিল্লা কর্তৃক শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এতে আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমানের নের্তৃত্বে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র ৮৬: পুষ্পস্তবক অর্পণ ।

চিত্র ৮৭: পুষ্পস্তবক অর্পণের পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

২৩. উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ (২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি.)

কুমিল্লা জেলা প্রশাসন কর্তৃক "স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ" উদযাপন উপলক্ষে কুমিল্লা টাউনহল মাঠে গত ২৭ ও ২৮ মার্চ ২০২১ খ্রি. দুই দিনব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়। অত্র দপ্তর মেলায় অংশগ্রহন করে। ২৭ তারিখে মেলার উদ্বোধন শেষে "প্রাত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, কুমিল্লা"এর স্টল পরিদর্শন করেন সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মো: শাহজাহান মহোদয় মহাপরিচালক বার্ড, কুমিল্লা ও কুমিল্লা জেলার সদ্য যোগদানকৃত জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান মহোদয় এবং অন্যান্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ।

চিত্র ৮৯: উন্নয়ন মেলায় প্রধান অতিথি জনাব মো: শাহজাহান মহোদয় মহাপরিচালক বার্ড, কুমিল্লা, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা ও আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. আতাউর রহমান

চিত্র ৯১: উন্নয়ন মেলায় কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

২৪. লক্ষ্মীপুর জেলার দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ণ জমিদার বাড়ির আগাছা পরিষ্কার।

২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্মীপুর জেলার দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ণ জমিদার বাড়ির আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

চিত্র ৯২: জমিদার বাড়ির আগাছা পরিষ্কারের পূর্ববর্তী দৃশ্য।

চিত্র ৯৩: জমিদার বাড়ির আগাছা পরিষ্কারের পরবর্তী দৃশ্য।

২৫. লক্ষ্মীপুর জেলার দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ণ জমিদার বাড়ির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে লক্ষ্মীপুর জেলার দালাল বাজার লক্ষ্মী নারায়ণ জমিদার বাড়ির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ৯৪: জমিদার বাড়ির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

চিত্র ৯৫: জমিদার বাড়ির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

২৬. ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লার কাস্টোডিয়ান এর বাসভবন সংস্কার ও মেরামত।

২০২০-২১ অর্থ বছরে ময়নামতি জাদুঘর, কুমিল্লার কাস্টোডিয়ান এর বাসভবন সংস্কার ও মেরামত করা হয়।

চিত্র ৯৬: কাস্টোডিয়ান এর বাসভবন মেরামতের পূর্বের দৃশ্য।

চিত্র ৯৭: কাস্টোডিয়ান এর বাসভবন মেরামতের পরের দৃশ্য।

২৭. আঞ্চলিক কার্যালয় এর সামনে ও শালবন বিহারের পূর্বপাশে ভেঙে যাওয়া দেয়াল নির্মাণ।

২০২০-২১ অর্থ বছরে আঞ্চলিক কার্যালয় এর সামনে ও শালবন বিহারের পূর্বপাশে ভেঙে যাওয়া দেয়াল নির্মাণ করা হয়।

চিত্র ৯৮; আঞ্চলিক কার্যালয় এর সামনে ভেঙে যাওয়া দেয়ালের পূর্ববর্তী দৃশ্য।

চিত্র ৯৯: আঞ্চলিক কার্যালয় এর সামনে নির্মাণ করা দেয়ালের পরবর্তী দৃশ্য।

চিত্র ১০০: শালবন বিহারের পূর্বপাশে ভেঙে যাওয়া দেয়ালের পূর্ববর্তী দৃশ্য

চিত্র ১০১: শালবন বিহারের পূর্বপাশে নির্মাণ করা দেয়ালের পরবর্তী দৃশ্য।

চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের কার্যক্রম

১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও দোয়া মোনাজাত ২০২০ উদযাপন প্রতিবেদন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। শোক র‍্যালির শেষে জাতির পিতা বাঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়। অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উপস্থিতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। অত:পর মোনাজাত শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

১৫ আগস্টের শোকদিবসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণের সাধারণ দৃশ্য

১৫ আগস্টের শোক র‍্যালি

জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসের সহকারী পরিচালক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে ১৪ ডিসেম্বর/২০২০ খ্রি. শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস উপলক্ষে ১ মিনিট নিরবতা ও কালো রাত্রি পালন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর/২০২০ খ্রি. 'মহান বিজয় দিবস' উপলক্ষে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরকে আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ করা হয়। ঐ দিনের কর্মসূচির শুরুতে দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কর্মসূচি শুরু করা হয়। 'মহান বিজয় দিবস' উপলক্ষে অত্র দপ্তরের সেমিনার কক্ষে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত দোয়া মাহফিল সঞ্চালনা করেন আগ্রাবাদ জামে মসজিদের সম্মানীত ইমাম সাহেব। দোয়া শেষে দিবসের পরবর্তী কার্যক্রম হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানে প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমাদের এই মহান বিজয় সেই সব শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণ করা হয়। পরিশেষে বিজয়ের উল্লাসে উপস্থিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে তবারক বিতরণের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষনা করেন অত্র দপ্তরের সহকারী পরিচালক, ড. আহমেদ আবদুল্লাহ।

জাদুঘর আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণের স্থিরচিত্রবঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

অত্র দপ্তরের সহকারী পরিচালক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে সাইট পরিচারক, জনাব মো: আব্দুল মান্নান এর পিআরএল গমন উপলক্ষে দপ্তরের সেমিনার কক্ষে বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। উক্ত বিদায় সংবর্ধনায় তাকে উপহার এবং ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিদায় সংবর্ধনায় উপহার তুলে দিচ্ছেন অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের জনগনের গৌরবোজ্জল একটি দিন। এটি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেও সুপরিচিত। ১৯৫২ সালের এই দিনে (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮ বৃহস্পতিবার) বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েককজন তরুণ শহীদ হন। তাই এ দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হয়। তারই অংশ হিসাবে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসের সহকারী পরিচালক, ড. আহমেদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অত্র দপ্তরে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্বলিত লম্বা ব্যানার প্রদর্শনী করা হয় এবং শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়।

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

১৭ মার্চ ২০২১ খ্রি. তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐ দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে পুষ্পস্ড়বক অর্পণ করা হয়।

প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের সাধারণ দৃশ্য

ভয়াল ২৫ মার্চ, জাতীয় গণহত্যা দিবস। মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত হত্যাযজ্ঞের দিন। একাত্তরের অগ্নিঝরা ২৫ মার্চে বাঙালির জীবনে নেমে আসে নৃশংস বীভৎস, ভয়ংকর ও বিভীষিকাময় এক কালরাত। এই রাতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে স্বাধীনতাকামী বাঙালির ওপর হিংশ্র দানবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আর এদিন বাঙালি জাতি তথা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল ইতিহাসের এক নৃশংস বর্বরতা। ২০১৭ সালের ১১ মার্চ জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার পর থেকেই দিনটি জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসের সহকারী পরিচালক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অত্র দপ্তরের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সেই ভয়ার কালরাত্রির বর্ণনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট লেখক, জনাব সাহাব উদ্দিন মজুমদার। সেই দিন রাতেই ২৫ মার্চের কালরাত্রির স্মরণে আলো নিভিয়ে এক মিনিট ব্লাক আউট পালন করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস যা ২৬ মার্চ তারিখে পালিত বাংলাদেশের জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে (কাল রাত) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অংশগ্রহণের ডাক দেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশে জাতীয় দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয় এবং সরকারিভাবে এ দিনটিতে ছুটি ঘোষনা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার গভীর রাতে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) নিরীহ জনগণের উপর হামলা চালায়। এমতাবস্থায় বাঙালিদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং অনেক স্থানেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা না করেই অনেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। পরবর্তিতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা পাবার পর আপামর বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ছিনিয়ে আনে আমাদের এই স্বাধীনতার গৌরব। তারই অংশ হিসেবে জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম অফিসের সহকারী পরিচালক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ এর তত্ত্বাবধানে অত্র দপ্তর আলোকসজ্জায় সজ্জিতকরণ করা হয়। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে কর্মসূচি শুরু করা হয়। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা সেই বীর সন্তানদের স্মরণে শহীদ মিনারে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের উপস্থিতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

প্রত্নসম্পদ রক্ষা করি
উন্নত দেশ গড়ি

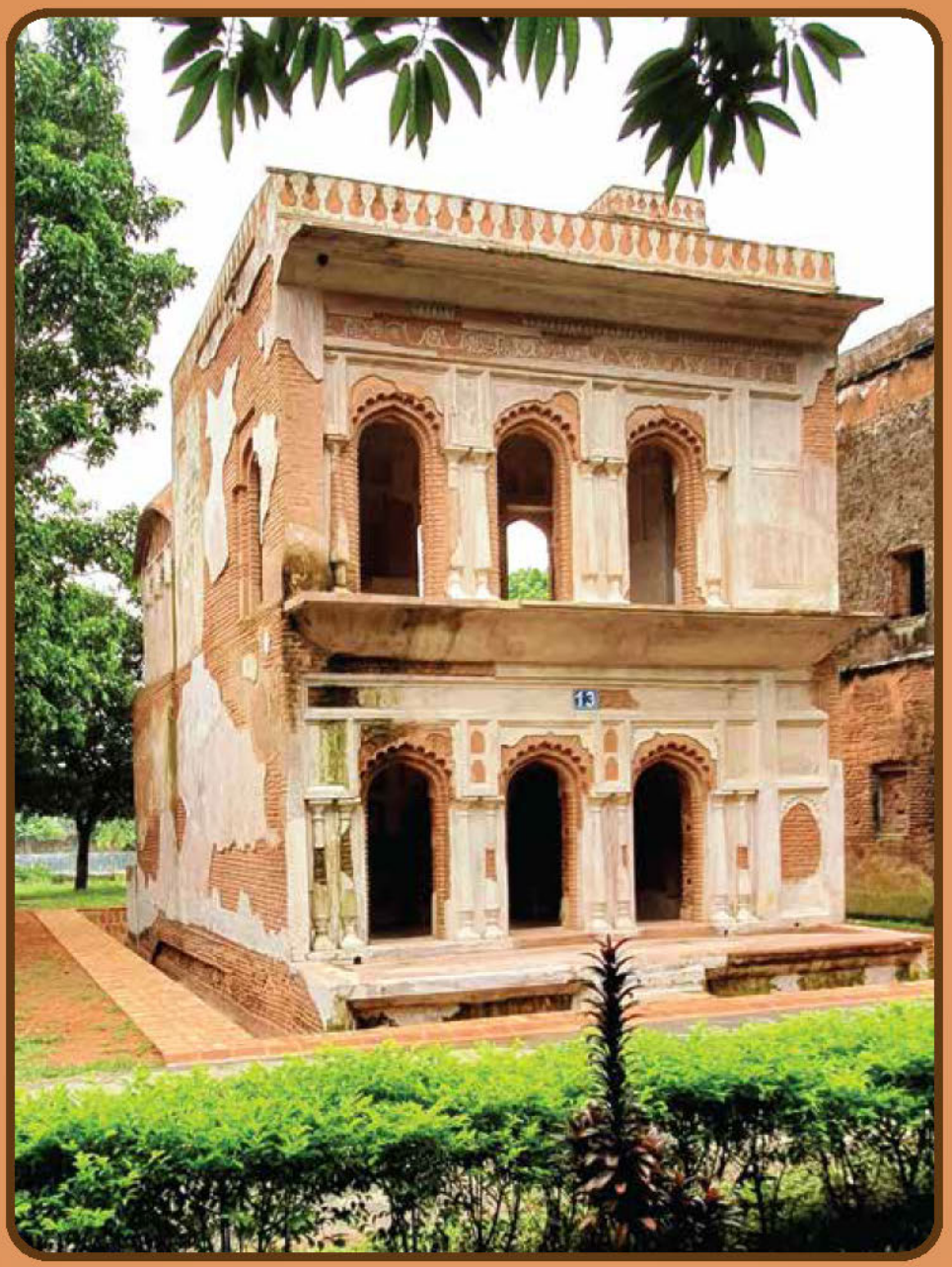

পানাম নগর ১৩ নং ভবন

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
Web : www.archaeology.gov.bd
E-mail: director_general@archaeology.gov.bd